বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

DIGITAL BANGLADESH
Skilled. Equipped. DigitalReady.

DIGITAL SECURITY AGENCY

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

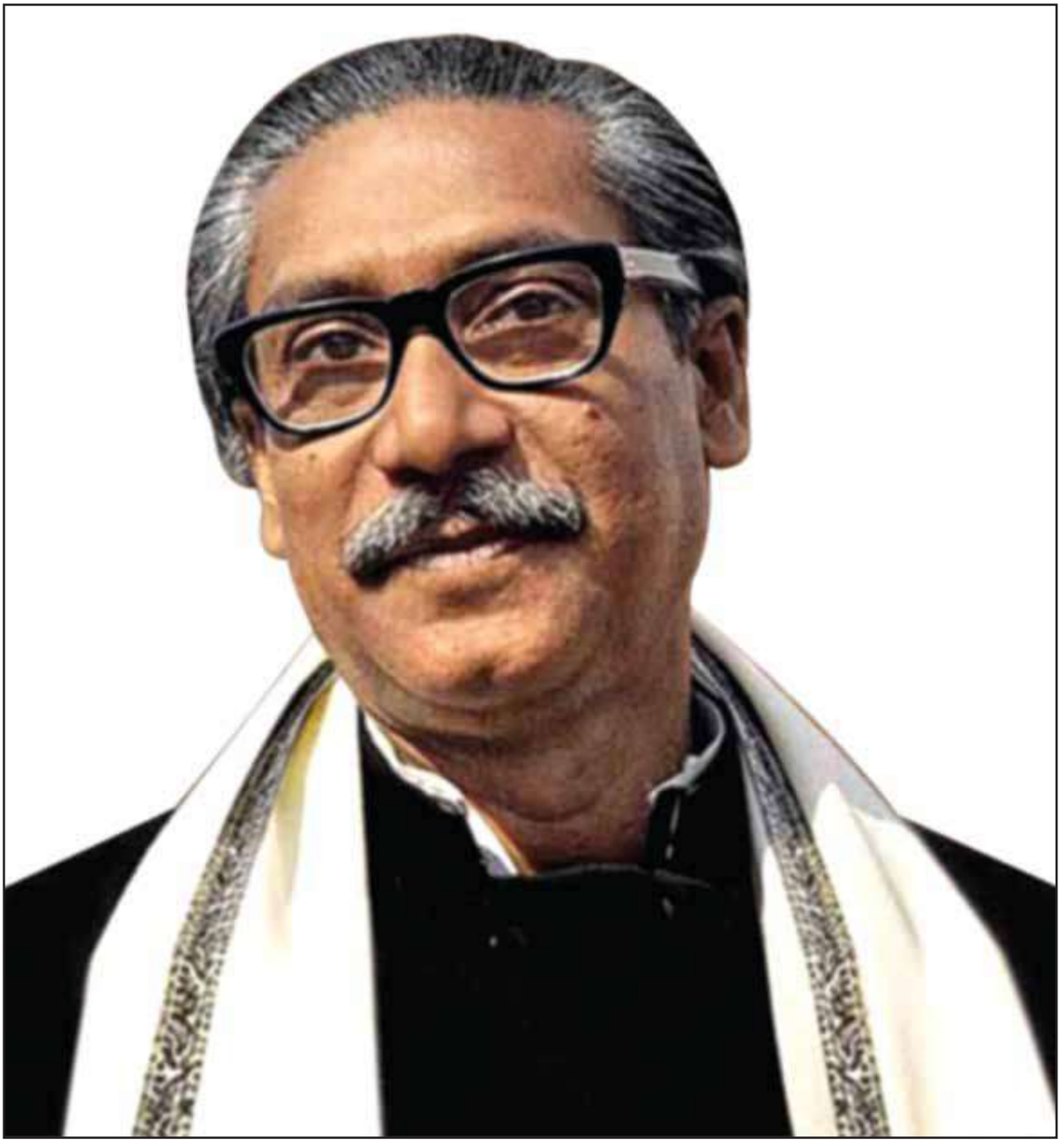

“সমস্ত সরকারী কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি,
যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে তাদের সেবা করুন।”

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

DIGITAL SECURITY AGENCY

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

DIGITAL BANGLADESH
Skilled. Equipped. DigitalReady.

DIGITAL SECURITY AGENCY

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

DIGITAL SECURITY AGENCY

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১

উপদেষ্টা

জনাব এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ
সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

পরিকল্পনা ও নির্দেশনায়

জনাব মোঃ খায়রুল আমীন
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

সম্পাদনা পরিষদ

জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার সরকার, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) (যুগ্মসচিব), ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি
জনাব তারেক এম বরকতউল্লাহ, পরিচালক (অপারেশন), ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি
জনাব মু. ইকরামুল ইসলাম, উপপরিচালক (প্রশাসন), ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি
জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অপারেশন), ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

সহযোগিতা

জনাব মোছাঃ ফারজানা খান তমা, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি
জনাব যুথিকা মজুমদার, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি
জনাব মোঃ নাঈম খান, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি
জনাব উত্তরা শতদ্রু প্রাচী, সহকারী পরিচালক (বাজেট), ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি
জনাব মোঃ আমিনুল হক শুভ, সহকারী পরিচালক (সেবা), ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০২১

প্রকাশনা

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

প্রচ্ছদ

ফারুক আহমেদ

মুদ্রণ

অন্বেষা কম্পিউটার্স, ৩২৯, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট (২য় তলা), কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৭১২-১০৫৯৬৫, ০১৫৫২ ৩৫০৮১৩

"ডিজিটাল বাংলাদেশ যখন গড়ে তুলেছি,
তখন ডিজিটাল নিরাপত্তা দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।"

শেখ হাসিনা, এম পি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

“সরকার অবশ্যই নাগরিকদের ডিজিটাল নিরাপত্তা দেবে।
যে কোনো ধরনের সন্ত্রাস, ব্ল্যাকমেইল ও
সাইবার হয়রানি থেকে সুরক্ষা দেওয়া হবে।”

সজীব ওয়াজেদ
প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা

"দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সাইবার সিকিউরিটি অত্যন্ত জরুরি। দেশের ব্যাংকিং, হেলথ, সিভিল এভিয়েশনসহ বিভিন্ন সেক্টরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।"

জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এন এম জিয়াউল আলম পিএএ
সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন যার আধুনিক রূপ আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশ। জাতির পিতার সূচিত পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ এর অবিচ্ছেদ্য অংশ ডিজিটাল বাংলাদেশ। ২০২১ সালের মধ্যে একটি জ্ঞানভিত্তিক আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অভিযাত্রা। এ অভিযাত্রায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-সেবাকে সারা দেশে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিয়ে এর সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং দেশের জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেক্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদের সুযোগ্য পৃষ্ঠপোষকতা ও সময়োপযোগী দিক-নির্দেশনায় এক সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি-এর সঠিক নেতৃত্বে কানেক্টিভিটি ও অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্মেন্ট এবং তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ এই চারটি মূল স্তম্ভকে ভিত্তি করে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে আমরা এগিয়ে চলেছি।

বিশ্বব্যাপী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তারের সাথে সাথে কম্পিউটার ডেটা এবং সিস্টেমের জন্য সাইবার অপরাধ গুরুতর হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত দেশগুলো এই অপরাধের শিকার হচ্ছে এবং এর ফলে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার এজেন্ডা সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং দেশের সকল প্রান্তে ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করেছে। এর ফলে বাংলাদেশেও সাইবার অপরাধের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এখন সেবা গ্রহীতাদের অনলাইন সেবা প্রদান করছে। এর ফলে অনলাইন কেনাকাটা, ব্যাংকিং এবং পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত কার্যক্রম প্রায় স্বাভাবিকভাবে পরিচালনায় সহায়তা করেছে তথ্য-প্রযুক্তি। অনলাইন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার পরিচয় যাচাইয়ের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, মোবাইল সিম নিবন্ধন ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্য-ভান্ডারের ব্যবহার হচ্ছে। জনগণের দোরগোড়ায় ই-সেবা পৌঁছে দিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন ও দেশব্যাপী সকল সরকারি দপ্তরের মধ্যে নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি সম্পন্ন করেছে। প্রযুক্তির এই উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে সাইবার হামলা ও সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত

ঝুঁকি। জাতীয় ডাটা সেন্টার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনলাইন সেবাসমূহ বিভিন্ন সাইবার আক্রমণের শিকার হচ্ছে। ডিজিটালাইজড বিশ্বে সাইবার অপরাধীরা ফিশিং, হ্যাকিং এবং ব্যক্তিগত তথ্য চুরির মাধ্যমে অপরাধমূলক কাজ করে। এর ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানিগুলি নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে পড়ে যা দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনকে ব্যাহত করতে পারে।

বাংলাদেশে সাইবার হুমকি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ প্রণীত হয়েছে। এই আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি। এই এজেন্সির পূর্ণাঙ্গ সাংগঠনিক কাঠামো এবং জনবল নির্ধারণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বর্তমানে সীমিত জনবল নিয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এই এজেন্সির আওতায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮-এর ৯(১) ধারা অনুযায়ী জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (NCERT) গঠন না হওয়া পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক BGD e-GOV CIRT-কে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে NCERT-এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি এবং CIRT টিম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবকাঠামো (সিআইআই)-এর আইটি অডিট, দেশের সাইবার রিস্ক এসেসমেন্ট, সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সাইবার ইন্সিডেন্ট রেসপন্সে সহায়তা, সিআইআই-তে সাইবার সেন্সর রিপোর্ট পাঠানো, সাইবার থ্রেট ইন্টেলিজেন্স প্রতিবেদন প্রদান, ডিজিটাল ফরেনসিক কার্যক্রমসহ দেশের সাইবার নিরাপত্তা রক্ষায় প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

এ সকল কার্যক্রমের ফলে আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিউ) প্রণীত আন্তর্জাতিক সাইবার নিরাপত্তা সূচক-২০২০ এ ২৫ ধাপ উন্নতি করে বাংলাদেশ বিশ্বের ১৯৪টি দেশের মধ্যে এবার ৫৩তম স্থানে উঠে এসেছে। আগে এ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭৮তম। এস্তোনিয়াভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্সের (এনসিএসআই) জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা সূচকে ২৭ ধাপ উন্নতি হয়ে ৩৮তম স্থানে উন্নীত হয়েছে এবং সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে প্রথম হয়েছে বাংলাদেশ। ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি এ পর্যন্ত যে সাফল্য অর্জন করেছে তা আরও বিস্তৃত ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এজেন্সি কাজ করে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

২০২০-২১ অর্থবছরে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির এ সকল কার্যক্রমকে সংকলিত করে এই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং ভবিষ্যৎ সকল কার্যক্রমে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির সাফল্য কামনা করছি।

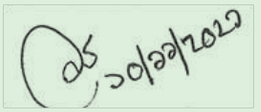

(এন এম জিয়াউল আলম পিএএ)

মোঃ খায়রুল আমীন
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

মুখবন্ধ

তথ্যপ্রযুক্তির নব নব উদ্ভাবনের ফলে মানুষের জীবনযাত্রা আজ উৎকর্ষতার চরম শিখরে পৌঁছেছে। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, কোভিড মহামারীর প্রাদুর্ভাব আমাদেরকে আরও বেশী প্রযুক্তি নির্ভর করে তুলেছে। '৪র্থ শিল্প বিপ্লব' আজ আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। উৎপাদন ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চিকিৎসা সেবা, শিক্ষা কার্যক্রম সকল ক্ষেত্রেই তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার অপরিসীম। আমাদের পছন্দ-অপছন্দ ও আনন্দ-বেদনা তথা আবেগ নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তি খবরদারি করছে। একই সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে এর অপব্যবহারও। প্রশ্ন হচ্ছে প্রযুক্তির উৎকর্ষতা আমরা কীভাবে এবং কতটুকু কাজে লাগাবো?

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' উদ্যোগের এক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে অধিকাংশ সরকারি সেবাসমূহ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে; প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত ফাইবার অপটিক ও ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন করা হয়েছে, বিপুল সংখ্যক তরুণ জনগোষ্ঠী তথ্যও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করছে এবং তথ্য প্রযুক্তি খাতের ব্যবসা সম্প্রসারের জন্য প্রণোদনা প্রদানসহ স্থাপন করা হয়েছে বিভিন্ন টেকনোলজি পার্ক। যার ফলে তৈরি হচ্ছে বিপুল তথ্য ভান্ডার, সংরক্ষণ করা হচ্ছে অনেক গোপনীয় ও সংবেদনশীল তথ্য-উপাত্ত। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর অর্জনসমূহকে টেকসই করা এবং 'রূপকল্প ২০৪১' অনুসারে বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে প্রয়োজন তা সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা প্রদান করা।

সাইবার স্পেসসমূহকে নিরাপদ রাখা, সাইবার হুমকি ও ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা প্রদানের নিমিত্ত সরকার 'ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি' গঠন করেছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনি কাঠামো তৈরি, অবকাঠামো নির্মাণ, সাইবার ঝুঁকি ও হুমকি নিরূপণক্রমে সতর্ক বার্তা সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ; সাইবার অপরাধ রোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ও সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনসহ ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এজেন্সি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

রাষ্ট্র ও জনগণের অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষিত 'গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো' (Critical Information Infrastructure) সমূহের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এজেন্সির আওতাধীন NCERT এর মাধ্যমে পরিকাঠামোসমূহের নিয়মিত অডিট সম্পাদন করা হচ্ছে এবং এ সংক্রান্ত গাইড লাইনস প্রণয়ন করা হয়েছে। জনসাধারণকে সাইবার অপরাধ এবং সাইবার বুলিং ও

হয়রানি বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন হচ্ছে। তাছাড়া সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নিমিত্ত বিভিন্ন দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক সম্পাদনসহ অন্যান্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

এই প্রতিবেদনে ২০২০-২১ অর্থবছরের ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির কার্যক্রম বিধৃত করা হয়েছে। সদ্যজাত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর কার্যক্রমের ব্যাপ্তি খুব বেশী নয়, তবে সীমিত সংখ্যক জনবল নিয়ে এজেন্সির কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে আমরা ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি এবং তা বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ এঁর দিক নির্দেশনা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি এঁর গতিশীল নেতৃত্ব এবং এ বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ এঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে আমরা ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি'কে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি খুব আনন্দিত। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে, তাদের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

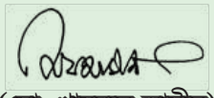

(মোঃ খায়রুল আমীন)

২.৩. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত পদভিত্তিক জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম)

২.৪. অর্থ বিভাগ কর্তৃক সুপারিশকৃত পদভিত্তিক জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম)

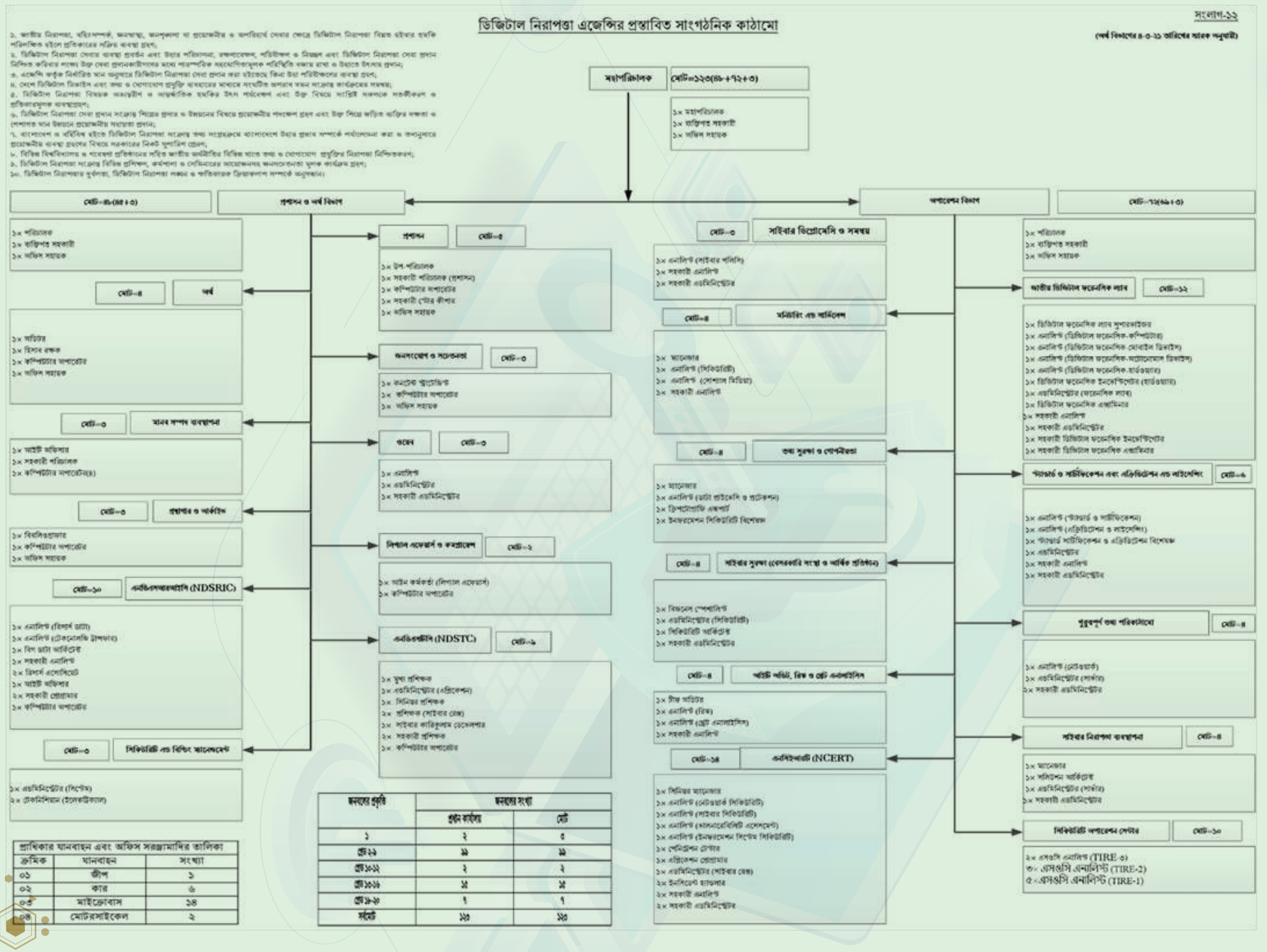

২.৫. প্রস্তাবিত শাখা/অধিশাখাসমূহ

চিত্র: ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত শাখা/অধিশাখাসমূহ

২.৬. সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের অগ্রগতি

১০২১টি পদ সৃজনের লক্ষ্যে ডিএসএ থেকে আইসিটি বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয় ২১ অক্টোবর ২০২০ এবং বিভাগ হতে ২৫ অক্টোবর ২০২০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ডিএসএ'র প্রধান কার্যালয়ের জন্য ৩টি পর্যায়ে ২৩৫টি পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করে ০৭ জানুয়ারী, ২০২১ পত্র প্রেরণ করে।

অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণের নিমিত্ত চেকলিস্ট অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব এই এজেন্সি হতে বিভাগে প্রেরণ করা হয় যা ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

০৪ মার্চ ২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় চাহিত তথ্যাদি আইসিটি বিভাগে প্রেরণ করা হয় এবং বিভাগ হতে গত ৩০ মার্চ ২০২১ তারিখে পুনরায় অর্থবিভাগে প্রেরণ করা হয়।

অর্থ বিভাগ হতে ২৪ জুন, ২০২১ তারিখে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির প্রধান কার্যালয়ের জন্য ১২০ (একশত বিশ)টি পদ ০৩টি আর্থিক বছরে রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনের জন্য সম্মতি জ্ঞাপনপূর্বক বেতনস্কেল নির্ধারণের নিমিত্ত বাস্তবায়ন অনুবিভাগে পত্র প্রদান করে।

বাস্তবায়ন অনুবিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৫ জুলাই ২০২১ তারিখে স্কেল ভেটিং এর জন্য ডিএসএ'র খসড়া চাকরি প্রবিধানমালা-২০২০ প্রেরণ করা হয়। বাস্তবায়ন অনুবিভাগ গত ২২ আগস্ট বেতন গ্রেড নির্ধারণপূর্বক পত্র প্রেরণ করে।

সর্বশেষ গত ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে কতিপয় পদের গ্রেড, যোগ্যতা ও প্রেষণের শর্তাবলী পুনর্বিবেচনার জন্য পুনরায় বাস্তবায়ন অনুবিভাগে ডিএসএ'র খসড়া চাকরি প্রবিধানমালা প্রেরণ করা হয়।

২.৭. ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি সাময়িক জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম)

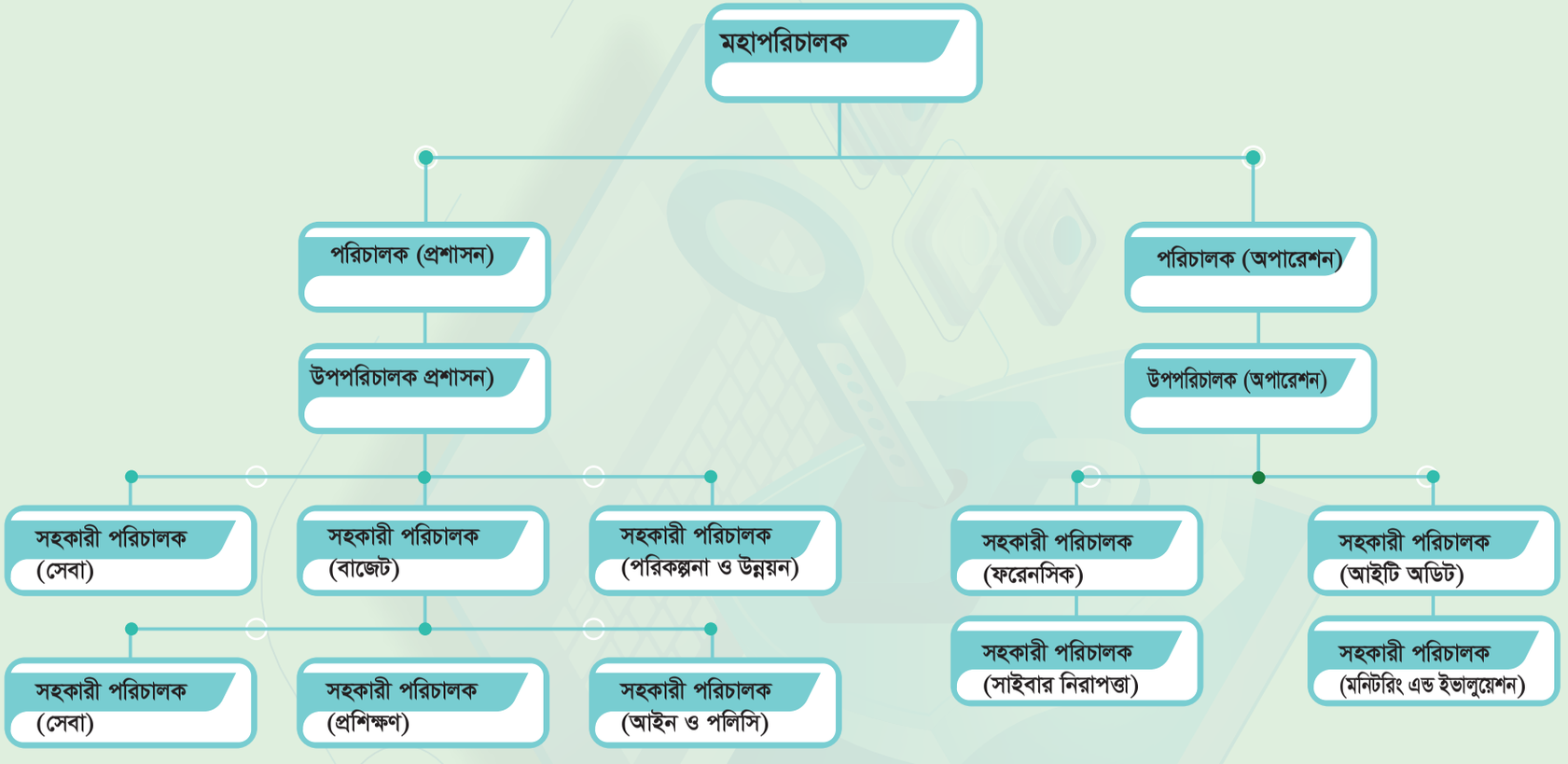

২.৮. কর্মরত জনবল

ক্রমিক	ছবি	নাম ও পদবি
১		**মোঃ খায়রুল আমীন** মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)*
২		**মোঃ আবদুস সাত্তার সরকার** পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) (যুগ্মসচিব)*
৩		**তারেক এম বরকতউল্লাহ** পরিচালক (অপারেশন)*
৪		**মু. ইকরামুল ইসলাম** উপ-পরিচালক (প্রশাসন)*
৫		**মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন** উপ-পরিচালক (অপারেশন)*
৬		**যুথিকা মজুমদার** সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)**
৭		**ইঞ্জি. মোঃ নাঈম খান** সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)**

ক্রমিক	ছবি	নাম ও পদবি
৮		উত্তরা শতদ্রু প্রাচী সহকারী পরিচালক (বাজেট)**
৯		ইঞ্জি. মোছাঃ ফারজানা খান তমা সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)**
১০		মোঃ আমিনুল হক শুভ সহকারী পরিচালক (সেবা)**
১১		মোঃ জাহিদুল ইসলাম হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা*
১২		মো: সফিকুল ইসলাম ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (মহাপরিচালকের দপ্তর)*
১৩		মল্লিক মনিরুল ইসলাম ক্যাশিয়ার*

*অতিরিক্ত দায়িত্ব **সংযুক্ত

২.৯. জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম NCERT (BGD e-Gov CIRT) এ কর্মরত জনবল

ক্রমিক	ছবি	নাম ও পদবি
১		**তৌহিদুর রহমান** চিফ ইনফরমেশন সিকিউরিটি অফিসার ও সিনিয়র টেকনিক্যাল স্পেশালিষ্ট (ডিজিটাল ডিপোমেসি)
২		**মোঃ ফরহাদ হোসেন** সিনিয়র টেকনিক্যাল স্পেশালিষ্ট (ইনফ্রাস্ট্রাকচার)
৩		**তামিম আহমেদ** রিস্ক এনালিষ্ট
৪		**দেবাশীষ পাল** ইনফরমেশন সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট
৫		**মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম** ইনফরমেশন সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট
৬		**আবু জাফর মোঃ সালেক** ইনফরমেশন সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট
৭		**মোঃ বাহাউদ্দীন পলাশ** ইনফরমেশন সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট

১৫. সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান

ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্থ সংস্থাসমূহ বিশেষত NCERT (BGD e-GOV CIRT) ও অন্যান্য অংশীজনের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশ সম্প্রতি প্রকাশিত সাইবার সিকিউরিটি সূচকসমূহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, যা নিম্নরূপঃ

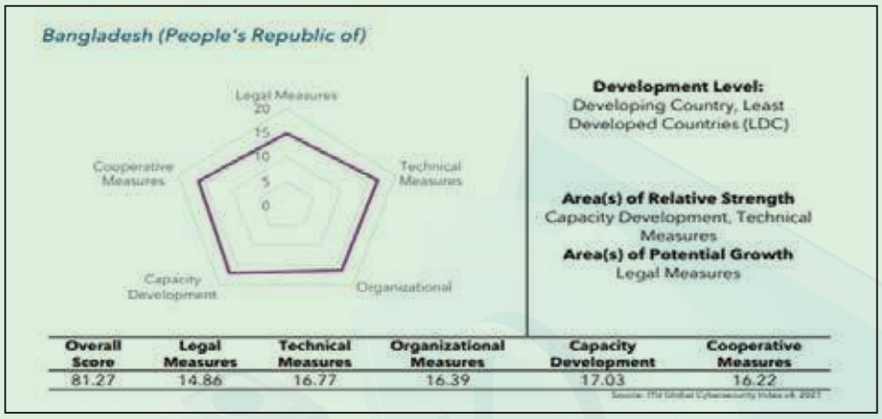

চিত্র: আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিউ) এর আন্তর্জাতিক সাইবার নিরাপত্তা সূচক-২০২০ এ বাংলাদেশের অবস্থান।

(ক) **Global Cybersecurity Index (GCI):** ITU কর্তৃক প্রণীত Global Cybersecurity Index (GCI) 2020 -এ বাংলাদেশ ১৯৪টি দেশের মধ্যে ৮১.২৭ স্কোর পেয়ে ৫৩তম স্থান অর্জন করেছে, যা বিগত বছরে ছিল ৭৮তম। এক বছরে ২৫ ধাপ উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে আইনি কাঠামো (Legal), কারিগরি (Technical), সাংগঠনিক (Organizational), সক্ষমতা উন্নয়ন (Capacity Development) ও বিভিন্ন সংস্থার সাথে সহযোগিতা (Cooperation) সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করার কারণে। উক্ত সূচকে ১০০ স্কোর করে যুক্তরাষ্ট্র ১ম, ৯৯.৫৪ স্কোর করে যুক্তরাজ্য ও সৌদি আরব ২য় এবং ৯৯.৪৮ স্কোরে এস্তোনিয়া ৩য় স্থানে রয়েছে। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে বাংলাদেশের অবস্থান ১১তম, যেখানে কোরিয়া ১ম এবং ভারত ৪র্থ স্থানে রয়েছে।

(খ) **National Cyber Security Index (NCSI):** এস্তোনিয়া ভিত্তিক ই-গভর্নেন্স একাডেমি ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রণীত উক্ত সূচকে বিশ্বের ১৬০টি দেশের মধ্যে ৫৯.৭৪ স্কোর করে বাংলাদেশ ৩৮তম স্থান অর্জন করেছে, যা ২০২০ সালে ৬৩তম স্থানে ছিল। উল্লেখ্য, ভারতকে (৩৯তম) পেছনে ফেলে বাংলাদেশ এবার সার্ক দেশগুলোর মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করেছে। উক্ত সূচকে ৯৬.১০ স্কোর নিয়ে গ্রিস ১ম, ৯২.২১ স্কোর নিয়ে চেক রিপাবলিক ২য় এবং ৯০.৯১ স্কোর নিয়ে এস্তোনিয়া ৩য় স্থানে রয়েছে। মৌলিক সাইবার হামলা প্রতিরোধের প্রস্তুতি, সাইবার ইনসিডেন্ট, সাইবার অপরাধ ও বড় ধরনের সংকট ব্যবস্থাপনার বিষয় মূল্যায়ন করে এ সূচক তৈরি করা হয়।

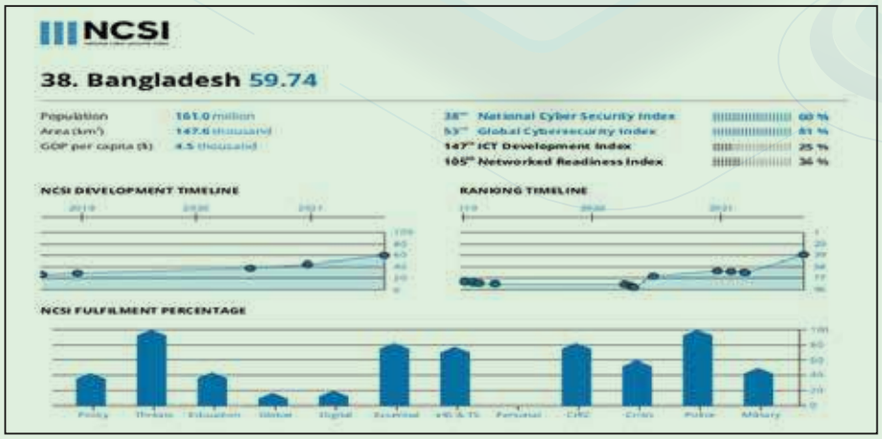

চিত্র: ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্সের (এনসিএসআই) সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান।

১৬. জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (NCERT)-এর কার্যক্রম

সাইবার আক্রমণ হতে বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure)সমূহকে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে BGD e-GOV CIRT জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (NCERT) হিসাবে কাজ করছে।

১৬.১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- দেশের ডিজিটাল স্পেসের নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- জাতীয় ডাটা সেন্টারে রক্ষিত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভান্ডারকে সাইবার আক্রমণ হতে সুরক্ষা;
- সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure)সমূহকে উদ্ভূত সাইবার ঝুঁকি বিশ্লেষণ, সতর্কীকরণ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- সাইবার নিরাপত্তা কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কম্পিউটার Incident Management ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সরকারি দপ্তরে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।

১৬.২. ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(ক) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (CII) অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম:

- সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (সিআইআই) বছরব্যাপী আইটি অডিট কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সে মোতাবেক তিনটি (৩) গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপরিকাঠামো (সিআইআই) অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সর্বমোট ৮টি অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- "IT Audit Manual" প্রস্তুত করা হয়েছে।
- অডিট টিম সিএসএ (CSA) স্টার ক্লাউড অডিটের উপর ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ সার্টিফিকেট অর্জন করেছে।

(খ) রিস্ক এসেসমেন্ট কার্যক্রম:

- বাংলাদেশের জন্য বাৎসরিক Cyber Threat Landscape Report 2020 প্রকাশিত হয়েছে।
- National Cyber Security Index আপডেট করা হয়েছে।
- সরকারি ৪টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো রিস্ক এসেসমেন্টের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বিদ্যমান কোভিড মহামারির সময় ডাটা সেন্টারে কর্মরতদের জন্য নিরাপদে কাজ করার লক্ষ্যে "COVID-19 Minimizing IT Data Center Risk Plan" প্রস্তুত করা হয়েছে।

(গ) সাইবার সেন্সর: সরকারি ১১টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure)-তে ৯০টি সাইবার সেন্সর রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে।

(ঘ) ইন্সিডেন্ট হ্যান্ডেলিং কার্যক্রম: ৩২টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ৯০২ টি সাইবার ইন্সিডেন্ট রেসপন্সে সহায়তা প্রদান এবং ওয়েব সাইট ও অ্যাপিকেশন সমূহকে সুরক্ষিত করার জন্য Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT) করে প্রতিকারের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। BGD e-GOV CIRT হতে 2020-21 অর্থবছরে সর্বমোট ৩০০ টি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শ, সতর্ক বার্তা এবং সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে।

(ঙ) সাইবার থ্রেট ইন্টেলিজেন্স কার্যক্রম: বৈশ্বিক সাইবার থ্রেট সম্পর্কে সর্বমোট ১৪০টি ইন্টেলিজেন্স প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনসমূহের মধ্যে ১০০টি সরকারি প্রতিষ্ঠান, ৩৩টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এবং ৭টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত প্রতিবেদন রয়েছে। র‍্যানসমওয়্যার প্রতিরোধ ও করণীয় নির্দেশিকা ২০২১ (খসড়া সংস্করণ ১.০) প্রকাশ করা হয়েছে। Malware Threat Intelligence Report for Bangladesh Context–Oct 2020 প্রকাশ করা হয়েছে।

(চ) **Social Media Monitoring কার্যক্রম:** দৈনিক ভিত্তিতে জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত সর্বমোট ৩২০ টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন সরবরাহ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৯ এর সিদ্ধান্তক্রমে মাসিক ভিত্তিতে জুন ২০২১ পর্যন্ত সর্বোমোট ১০ টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পর্যবেক্ষণের বিশেষ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ছ) **ডিজিটাল ফরেনসিক কার্যক্রম:** সর্বমোট ১৬ টি প্রতিষ্ঠানকে এক বা একাধিকবার ডিজিটাল ফরেনসিক সেবা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সর্বমোট ৩০ টি ডিজিটাল ফরেন্সিক কেইসের ২১২ টি আলামতের (মোবাইল, ল্যাপটপ, পোর্টেবল হার্ডডিস্ক, ইমেইল লগ, সিস্টেম লগ ইত্যাদি) ফরেন্সিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা হয়েছে।

(জ) **সাইবার জিম কার্যক্রম :** আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সাইবার ড্রিল এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে জাতীয় সাইবার ড্রিল-২০২০ আয়োজন করা হয়। জাতীয় সাইবার ড্রিলে ১০৩৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

(ঝ) **Digital Diplomacy কার্যক্রম:** BGD e-GOV CIRT কর্তৃক সাইবার নিরাপত্তার লক্ষ্যে পরিচালিত সকল কার্যক্রমের documentation যথাযথভাবে প্রকাশ করে। পরবর্তীতে আইটিইউ গোবাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্স তৈরীর জন্য আইসিটি অংশের তথ্যসমূহ টেলিকম বিভাগের মাধ্যমে দাখিল করা হয়। উক্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতেআইটিইউ গোবাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্স (জিসিআই) ২০২০ এ বাংলাদেশের অবস্থান ২৫ ধাপ অগ্রগতি হয়ে ৫৩তম স্থান অর্জন করে।

১৬.৩. সেমিনার, কর্মশালা, ইভেন্ট ও প্রতিযোগিতা

- ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৭টি বিষয়ে মোট ১২০৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট এসব প্রশিক্ষণে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিসিসি, বাংলাদেশ আর্মি, কোস্টগার্ড, NTMC, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।
- ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সি কর্তৃক আয়োজিত "সাইবার সিকিউরিটি থ্রেট পারসেপশন" শীর্ষক সেমিনারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি-এর সদর দপ্তরে "সাইবার সিকিউরিটি, ইমেইল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সিকিউরিটি" বিষয়ক ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ইয়্যুথ ইন ডিজিটাল এওয়ারনেস কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন সেমিনারে "সাইবার হাইজিন" এবং "ইমেইল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সিকিউরিটি" বিষয়ক ট্রেইনিং প্রদান করা হয়েছে।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে "বেসিক সাইবার সিকিউরিটি" বিষয় একাধিক ওয়ার্কশপে ট্রেইনিং প্রদান করা হয়েছে।
- **আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সাইবার ড্রিল:** গত ২২ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রথম বারের মত সাইবার ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ড্রিলে ৩৫টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান দলভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।
- **জাতীয় সাইবার ড্রিল ২০২০:** গত ১২ এবং ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত দুইদিন ব্যাপি 'জাতীয় সাইবার ড্রিল ২০২০' অনলাইন মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। জাতীয় সাইবার ড্রিল ২০২০ এ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট কোম্পানি থেকে ও স্বতন্ত্রভাবে ২৩৩টি দলে ১০০০ জনের অধিক অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করে।

১৬.৪. NCERT (BGD e-GOV CIRT) এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের ছবি

চিত্র: NCERT (BGD e-GOV CIRT) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'বৈঠক'
অনলাইন মিটিং প্ল্যাটফর্মের বেটা ভার্সনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য উদ্বোধন।

চিত্র: জাতীয় সাইবার ড্রিল ২০২০ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখছেন
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি

চিত্র: আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অনলাইনে আয়োজিত ২২ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সাইবার ড্রিলের কিছু মুহূর্ত

চিত্র: ১০ মার্চ ২০২১ তারিখে বিসিসি অডিটোরিয়ামে NCERT কর্তৃক আয়োজিত সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কিত কর্মশালায় MIST-তে অধ্যয়নরত সশস্ত্রবাহিনীর শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দের অংশগ্রহণ।

চিত্র: ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে CID-তে cryptocurrency সংক্রান্ত সেমিনারে 'মূল প্রবন্ধ' উপস্থাপন

চিত্র: ১০ মার্চ ২০২১ তারিখে CID-তে Cyber Security Awareness বিষয়ক কর্মশালা

চিত্র: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি কর্তৃক নবনির্মিত SOC পরিদর্শন।

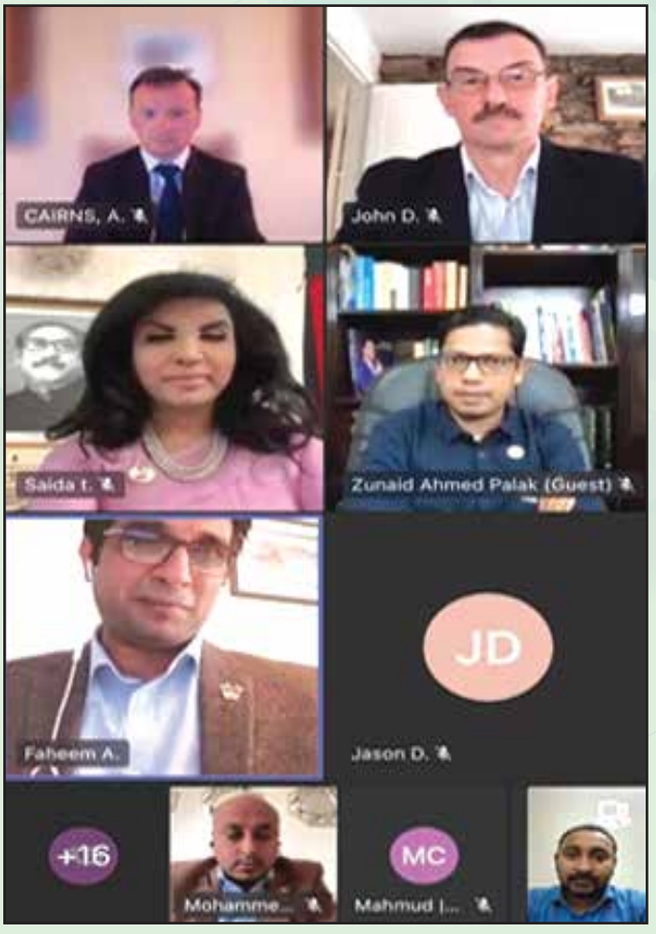

চিত্র: গত ৬ এপ্রিল ২০২১ তারিখে NCERT (BGD e-GOV CIRT) ও আন্তর্জাতিক সংস্থা Cyberwales এর মধ্যকার অনলাইনে সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানের অতিথিদের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি

চিত্র: ১৮ নভেম্বর ২০২০ ও ১২ জানুয়ারি ২০২১ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে সাইবার সিকিউরিটি প্রশিক্ষণ প্রদান

চিত্র: নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহার সংক্রান্ত সেমিনারের ব্যানার

সূচিপত্র

১. ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি ১৯

১.১. পরিচিতি ১৯

১.২. ভিশন (Vision) ১৯

১.৩. মিশন (Mission) ১৯

১.৪. প্রধান কার্যাবলি ১৯

১.৫. জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল ২০

১.৫.১. জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিলের গঠন ২০

১.৫.২. কাউন্সিলের ক্ষমতা ২১

১.৬. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম২১

১.৬.১. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ২১

১.৬.২. জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (NCERT) ২১

১.৬.৩. গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর (Critical Information Infrastructure) নিরাপত্তা ২২

১.৬.৪. ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব ২২

১.৬.৫. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ২২

২. প্রশাসনিক কাঠামো ২৩

২.১. প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো ২৩

২.২. ডিএসএ কর্তৃক প্রস্তাবিত পদভিত্তিক জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) ২৪

২.৩. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত পদভিত্তিক জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) ২৫

২.৪. অর্থ বিভাগ কর্তৃক সুপারিশকৃত পদভিত্তিক জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) ২৬

২.৫. প্রস্তাবিত শাখা/অধিশাখাসমূহ ২৭

২.৬. সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের অগ্রগতি ২৮

২.৭. ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সিতে সাময়িকভাবে ব্যবহৃত জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) ২৯

২.৮. কর্মরত জনবল ৩০

২.৯. জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (NCERT) এ কর্মরত জনবল ৩২

২.১০. সাময়িক কর্মবণ্টন ৩৬

৩. ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন, বিধি-বিধান, স্ট্র্যাটেজি ইত্যাদি ৪১

৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ ৪২

৪.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০২০-২০২১) ৪৩

৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০২০-২০২১ সালের কর্মপরিকল্পনা ৪৩

৫.১. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ৪৪

৬.	উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪৪
	৬.১. ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি কর্তৃক উদ্ভাবিত 'শুদ্ধাচার কৌশল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এনআইএস এমএস)' সফটওয়্যার	৪৫
	৬.২. ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির সেবা সহজিকরণ: 'ম্যাসেঞ্জার বট'	৪৭
	৬.৩. ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির সেবা ডিজিটাইজেশন: ইনফরমেশন কিয়স্ক স্থাপন	৪৭
৭.	বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (পরিচালন ও উন্নয়ন)	৪৮
৮.	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪৮
৯.	ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন	৪৯
১০.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি	৪৯
১১.	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির সাম্প্রতিক গৃহীত কার্যক্রম	৪৯
	১১.১. সাইবার নিরাপত্তা ও সাইবার বুলিং বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম	৪৯
	১১.২. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা	৫০
	১১.৩. অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৫০
	১১.৪. ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির হেল্পলাইন (কল সেন্টার ৩৩৩ ও ১০৪) কার্যক্রম	৫০
১২.	বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৫১
	১২.১. ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক জরিপ প্রকল্প	৫১
	১২.২. প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৫২
১৩.	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য	৫৪
১৪.	'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির কার্যক্রম	৫৬
১৫.	সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নয়ন	৫৭
১৬.	জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (NCERT)-এর কার্যক্রম	৫৮
	১৬.১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৫৮
	১৬.২. ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৫৮
	১৬.৩. সেমিনার, কর্মশালা, ইভেন্ট ও প্রতিযোগিতা	৫৯
	১৬.৪. NCERT এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের ছবি	৬০
১৭.	উপসংহার	৬৫
১৮.	পরিশিষ্ট: ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে করণীয় ও বর্জনীয়	৬৬

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

dsa.gov.bd

১ ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

১.১. পরিচিতি

ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন, বিচার ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত সরকার 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮' প্রণয়ন করেছে। দেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উক্ত আইনের ৫ ধারার বিধান অনুসারে ২০১৮ সালের ৫ ডিসেম্বর সরকার 'ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি' গঠন করেছে।

দেশের সাইবার স্পেস এবং প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য সেবাসমূহের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সাইবার ঝুঁকি ও হুমকিসমূহ চিহ্নিতকরণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ; বিভিন্ন সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে সতর্কবার্তা প্রেরণ; সাইবার অপরাধসমূহ দমন, প্রতিরোধ ও আইনী কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য এজেন্সিকে কারিগরি ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান; বিভিন্ন সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রদান ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির অন্যতম দায়িত্ব।

১.২. ভিশন (Vision)

বাংলাদেশের জন্য একটি নিরাপদ সাইবার স্পেস।

১.৩. মিশন (Mission)

জাতীয় নিরাপত্তা, ডিজিটাল অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং ডিজিটাল জীবনযাত্রাকে সুরক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ সাইবার স্পেস প্রতিষ্ঠা করা।

১.৪. প্রধান কার্যাবলি

- দেশে ডিজিটাল ডিভাইস ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ দমন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় করা এবং যে কোন তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় সংকটকালীন সময়ে সংকট মোকাবেলার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা;
- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (CII) এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা;
- তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক হুমকি মোকাবেলা এবং এ সংক্রান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত এবং জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থার CIRT, Forensic Lab গঠনের নির্দেশনা ও অনুমোদন প্রদান এবং কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিমসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করা;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা এবং ডিজিটাল নিরাপত্তার প্রতি হুমকির উৎস অভ্যন্তরীণ নাকি আন্তর্জাতিক তা পর্যবেক্ষণ করা এবং সংশ্লিষ্টদের এই বিষয়ে অবহিত করা;
- জাতীয় নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, বহি:সম্পর্ক, জনস্বাস্থ্য, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা অথবা প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য সেবার প্রতি ডিজিটাল নিরাপত্তার হুমকি বিষয়ে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো চিহ্নিতকরণ এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি/মালিককে এর নিরাপত্তা বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর মালিক ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং তা প্রতিপালনের জন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ড প্রস্তুত করা;

- ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনার বিষয়ে অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলের CIRT-কে সহায়তা প্রদান করা;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত সার্ভিস, পণ্য এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবহৃত কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের মান নির্ধারণ করা। এছাড়াও ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের পেশাগত উৎকর্ষ বজায় রাখা এবং উন্নতি ও অগ্রগতিতে সহায়তা প্রদান করা;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রযুক্তি, গবেষণা ও সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা এবং ডিজিটাল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিদেশী সরকারের সাথে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে চুক্তি সম্পাদন, তথ্য আদান-প্রদান ও সহযোগিতা করা;
- কম্পিউটার ও কম্পিউটার সিস্টেমের নিরাপত্তা তদারকি ও এ বিয়য়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভা আয়োজন করা;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করা;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর বাস্তবায়ন তদারকি এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করা।

১.৫. জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ধারা: ১২ অনুযায়ী জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। ২৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়, যা ১৩ জুন ২০১৯ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়।

১.৫.১. ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল নিম্নরূপভাবে গঠিত:

চেয়ারম্যান

(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সদস্যবৃন্দ

(খ) মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়;
(গ) মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
(ঘ) প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা
(ঙ) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব;
(চ) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক;
(ছ) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ;
(জ) সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ;
(ঝ) সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগ;
(ঞ) পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
(ট) ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ পুলিশ;
(ঠ) চেয়ারম্যান, বিটিআরসি;
(ড) মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর;
(ঢ) পরিচালক, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি);

সদস্য-সচিব

(ন) মহাপরিচালক, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

১.৫.২. কাউন্সিলের ক্ষমতা

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ এর ১৩ ধারা অনুযায়ী কাউন্সিলের ক্ষমতা নিম্নরূপ:

(১) এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধির বিধান বাস্তবায়নকল্পে, এজেন্সিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান।

(২) কাউন্সিল অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, বিশেষ করে, নিম্নবর্ণিত কার্য-সম্পাদন করবে, যথা:-

(ক) ডিজিটাল নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হলে তা প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(খ) ডিজিটাল নিরাপত্তার অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও জনবল বৃদ্ধি এবং মানোন্নয়নে পরামর্শ প্রদান;

(গ) ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক নীতি নির্ধারণ;

(ঘ) আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(ঙ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো কার্য।

১.৬. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১.৬.১. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ধারা-৮ অনুযায়ী মহাপরিচালক নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন:

(১) মহাপরিচালকের নিজ অধিক্ষেত্রভুক্ত কোনো বিষয়ে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য-উপাত্ত ডিজিটাল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকি সৃষ্টি করলে তিনি উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা, ক্ষেত্রমত, ব্লক করার জন্য বিটিআরসি'কে অনুরোধ করতে পারবেন।

(২) যদি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট প্রতীয়মান হয় যে, ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য-উপাত্ত দেশের সংহতি, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ বা জনশৃঙ্খলা ক্ষুণ্ন করে বা জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণার সঞ্চার করে, তাহলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করার জন্য মহাপরিচালকের মাধ্যমে, বিটিআরসিকে অনুরোধ করতে পারবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন কোনো অনুরোধ প্রাপ্ত হলে বিটিআরসি, উক্ত বিষয়াদি সরকারকে অবহিতক্রমে, তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা ক্ষেত্রমত ব্লক করবে।

১.৬.২. জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (NCERT)

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ -এর ধারা-৯ অনুসারে সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য এজেন্সির অধীন একটি জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (NCERT) থাকবে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো, প্রয়োজনে, এজেন্সির পূর্বানুমোদন গ্রহণক্রমে, নিজস্ব কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম গঠন করতে পারবে। NCERT ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং প্রয়োজনে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। এজেন্সি কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিমসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করবে।

কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিমের দায়িত্ব নিম্নরূপ:

- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর জরুরি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- সাইবার বা ডিজিটাল হামলা হলে এবং সাইবার বা ডিজিটাল নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রতিকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

- সম্ভাব্য ও আসন্ন সাইবার বা ডিজিটাল হামলা প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- সরকারের অনুমোদন গ্রহণক্রমে, সমধর্মী বিদেশি কোনো টিম বা প্রতিষ্ঠানের সাথে তথ্য আদান-প্রদানসহ সার্বিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
- বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কাজ।

১.৬.৩. গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure)

আইন অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure) এর সংজ্ঞা-

(ক) "গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure)" বলতে বুঝায় সরকারের ঘোষিত এমন কোনো বাহ্যিক বা ভার্চুয়াল তথ্য পরিকাঠামো যা কোনো তথ্য-উপাত্ত বা কোনো ইলেকট্রনিক তথ্য নিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চারণ বা সংরক্ষণ করে এবং যা ক্ষতিগ্রস্থ বা সংকটাপন্ন হলে জননিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বা জনস্বাস্থ্য অথবা জাতীয় নিরাপত্তা বা রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা বা সার্বভৌমত্বের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে।

(খ) ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮-এর ধারা-১৫ অনুসারে সরকার কোনো কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক বা তথ্য পরিকাঠামোকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো হিসাবে ঘোষণা করতে পারবে।

১.৬.৪. ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ধারা-১০ এর বিধান অনুসারে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে, এক বা একাধিক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব থাকবে। নির্ধারিত মান অর্জন সাপেক্ষে, এজেন্সি ল্যাবসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং ল্যাবসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন, ব্যবহার, পরিচালনা ও অন্যান্য বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে। আইনের ধারা-১১ অনুসারে বিধি দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী, এজেন্সি প্রত্যেক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের গুণগত মান নিশ্চিত করবে। নির্ধারিত গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে প্রত্যেক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অনুসরণ করবে:

(ক) উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল দ্বারা ল্যাবের কার্যক্রম পরিচালনা করবে;

(খ) ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করবে;

(গ) সংরক্ষিত তথ্যাদির নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

(ঘ) ডিজিটাল পরীক্ষার কারিগরি মান বজায় রাখার লক্ষ্যে মানসম্পন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবে; এবং

(ঙ) বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসরণক্রমে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কার্য-সম্পাদন করবে।

১.৬.৫. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের তদন্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন হলে অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ এর বিধান অনুসারে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি আন্তর্জাতিক সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

২. প্রশাসনিক কাঠামো

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ৭ ধারার বিধান অনুযায়ী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এজেন্সির প্রয়োজনীয় জনবল থাকবে এবং এজেন্সির কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্তাধীন প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ৫ ধারা অনুযায়ী এজেন্সিতে ০১ জন মহাপরিচালক ও ০২ জন পরিচালকের পদ রয়েছে।

২.১. প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির পূর্ণাঙ্গ সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নের কার্যক্রম বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি'র জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ১০২১টি পদের একটি সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রাথমিকভাবে ৩টি ধাপে নিয়োগের লক্ষ্যে ২৩৫টি পদ সৃজনের সম্মতি প্রদান করে। অর্থ বিভাগ থেকে ২৪ জুন ২০২১ তারিখে ১২০ (একশত বিশ)টি পদ পরপর ০৩টি আর্থিক বছরে (১ম অর্থবছরে ৫০টি, ২য় অর্থবছরে ৪০টি এবং ৩য় অর্থবছরে ৩০টি) বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে রাজস্ব খাতে অস্থায়ী ভিত্তিতে সৃজনের সম্মতি প্রদান করে, যা স্কেল ভেটিং-এর জন্য অর্থবিভাগে প্রক্রিয়াধীন আছে।

গ্রেডভিত্তিক এক নজরে পদসংখ্যা (প্রস্তাবিত)

জনবলের গ্রেড	মূল প্রস্তাব			জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত			অর্থ বিভাগ কর্তৃক পদ সৃজনের সম্মতি		
	মাঠ	প্রধান কার্যালয়	মোট	মাঠ	প্রধান কার্যালয়	মোট	মাঠ	প্রধান কার্যালয়	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
গ্রেড ২-৯	৭২	৫০৭	৫৭৯	০	১৭৬	১৭৬	০	১০৩	১০৩
গ্রেড ১০-১২	১৬	৮৮	১০৪	০	৪	৪	০	১০	১০
গ্রেড ১৩-১৬	৩২	১০৮	১৪০	০	৪০	৪০	০	৩	৩
গ্রেড ১৮-২০	৪৮	১৫০	১৯৮	০	১৫	১৫	০	৭	৭
সর্বমোট =	**১৬৮**	**৮৫৩**	**১০২১**	**০**	**২৩৫**	**২৩৫**	**০**	**১২৩**	**১২৩**

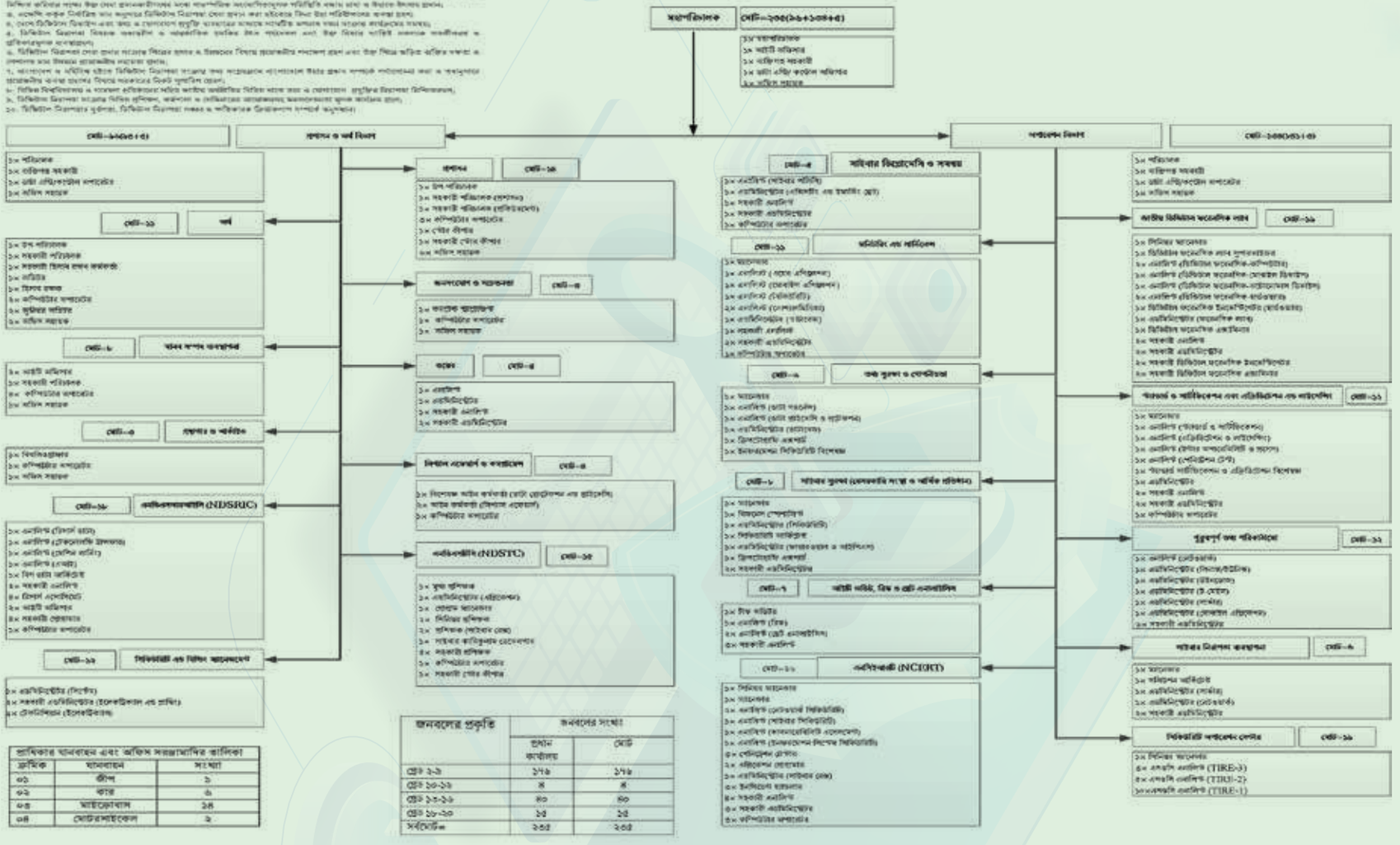

২.২. ডিএসএ কর্তৃক প্রস্তাবিত পদভিত্তিক জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম)

ক্রমিক	ছবি	নাম ও পদবি
৮		**রুবাইয়াত বিন মোদাচ্ছের** ডিজিটাল ফরেনসিক এনালিস্ট
৯		**মুহম্মদ মঈনুল হোসেন** আইটি অডিটর
১০		**নাবিল আহমেদ খান** লিগ্যাল অফিসার
১১		**মোঃ সিদ্দীকুর রহমান** সফটওয়্যার ডেভেলপার ফর সার্ট
১২		**মুকুল আহমেদ** ইন্সিডেন্ট হ্যান্ডলার
১৩		**মোঃ মাকছুদুল আলম** ইন্সিডেন্ট হ্যান্ডলার ও থ্রেট এনালিস্ট
১৪		**রেজাউর রহমান** ইন্সিডেন্ট হ্যান্ডলার

ক্রমিক	ছবি	নাম ও পদবি
১৫		**মোঃ সামিউল ইসলাম** ইনসিডেন্ট হেল্পডেস্ক এসোসিয়েট
১৬		**সাহেবুল করিম** ডিজিটাল ফরেনসিক এনালিস্ট
১৭		**সৈয়দ নাজমুল করিম** মার্কেটিং এন্ড বিজনেস স্পেশালিস্ট
১৮		**মোঃ নুর ই আলম সিদ্দিক** প্রজেক্ট এসোসিয়েট (প্রকিউরমেন্ট)
১৯		**সুকান্ত চক্রবর্তী** টিম এসোসিয়েট
২০		**মোহাম্মদ সাহেদুর রহমান** আইটি অডিটর
২১		**খন্দকার আমিনুল ইসলাম** মার্কেটিং এন্ড বিজিনেস স্পেশালিস্ট

ক্রমিক	ছবি	নাম ও পদবি
২২		**মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল হাওলাদার** ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার অপারেশন ম্যানেজার
২৩		**মোঃ সালেহ আহমেদ** ন্যাশনাল ক্লাউড অপারেশন ম্যানেজার
২৪		**ইফতেখার আহমেদ** ন্যাশনাল ক্লাউড অপারেশন ম্যানেজার
২৫		**মীর মোহাম্মদ নাহিদ হাসান** সিএ ম্যানেজার
২৬		**মাহ্‌দী মাশরুর ইবনে মতিন** সিএ ম্যানেজার

চিত্র: ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির নব-নিযুক্ত মহাপরিচলক মহোদয়কে এজেন্সির পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

২.১০. সাময়িক কর্মবণ্টন

(ক) মহাপরিচালক

- ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন;
- জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিলকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে সরকারি, বেসরকারি, বিদেশী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ, সমন্বয়, সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় চুক্তি (Contract)/এগ্রিমেন্ট (Agreement)/সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষর;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক হুমকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান বা, ক্ষেত্রমত, নির্দেশনা প্রদান;
- দেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা ব্যবস্থার তদারকি;
- কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিমসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান;
- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো ঘোষণার বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং উক্ত পরিকাঠামো পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শনক্রমে উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন;
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো চিহ্নিতকরণ;
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে তথ্য নিরাপত্তার বিধি-বিধান অনুসরণসহ সংরক্ষিত ব্যবস্থার পদ্ধতি নির্ধারণ;
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর সুরক্ষা প্রদান;

- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর ডিজিটাল নিরাপত্তা মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং তাদের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার হুমকি সনাক্তকরণ এবং সংরক্ষিত ব্যবস্থার মানদন্ড নির্ধারণ;
- স্বীয় অধিক্ষেত্রভুক্ত কোনো বিষয়ে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য-উপাত্ত ডিজিটাল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকি সৃষ্টি করলে উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা, ক্ষেত্রমত, ব্লক করার জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে অনুরোধ জ্ঞাপন;
- এজেন্সির নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিয়োগ, বদলী ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুমোদন;
- প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা;
- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

(খ) পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সাধারণ ও আর্থিক প্রশাসন সংক্রান্ত কার্যাদির তত্ত্বাবধান;
- ১০ হতে ২০ পর্যন্ত বেতন গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিয়োগ, বদলী ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুমোদন;
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অধীনস্ত কর্মকর্তাগণের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন স্বাক্ষর/প্রতিস্বাক্ষর করা;
- এজেন্সির প্রয়োজনে বিভিন্ন মালামাল/সরঞ্জামাদি সংগ্রহ কার্য তত্ত্বাবধান;
- এজেন্সির প্রয়োজনে প্রকল্প ছক প্রণয়ন, সংশোধন ও অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;
- উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মনিটরিং কার্য তত্ত্বাবধান;
- এজেন্সির রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড়করণ ও ব্যয় বিবরণী যাচাই কার্য তত্ত্বাবধান;
- সকল প্রকার আর্থিক বিবরণী যথাসময়ে প্রস্তুত ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি তত্ত্বাবধান;
- প্রতিমাসে মধ্য মেয়াদী বাজেটের হিসাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি তত্ত্বাবধান;
- উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের রোড ম্যাপ প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি তত্ত্বাবধান;
- কর ব্যতীত রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত মাসিক রিটার্ন/প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি তত্ত্বাবধান;
- অধিনস্ত দপ্তরসমূহের অনুকূলে যথাসময়ে অর্থ বরাদ্দ প্রদান কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;
- এজেন্সির কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোনো দায়িত্ব পালন।

(গ) পরিচালক (অপারেশন)

- এজেন্সির অপারেশনাল ও কারিগরি বিষয়াদি পরিচালনা ও তদারকি;
- সাইবার নিরাপত্তায় দেশ ও এজেন্সির জন্য অপারেশনাল ও কারিগরি বিষয়াদিতে নেতৃত্ব দান;
- অপারেশন বিভাগের অধীনস্থ ইউনিটসমূহের কার্যাদি তদারকি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;
- ভৌত, ইলেকট্রিক্যাল, টেলিকমিউনিকেশন, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- সরকারি পর্যায়ে ডিজিটাল নিরাপত্তায় সাপোর্ট সেবা দান নিশ্চিতকরণ;
- এজেন্সির মিশন ও ভিশনের আলোকে অপারেশন বিভাগের মিশন ও ভিশন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
- বিভিন্ন কৌশলগত উদ্যোগ গ্রহণ এবং অধস্তন কর্মীগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- হেল্ড-ডেস্ক অপারেশন পরিচালনা নিশ্চিতকরণ;
- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোনো দায়িত্ব পালন।

(ঘ) উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

- পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে দায়িত্ব পালন;
- নিয়ন্ত্রণাধীন সহকারী পরিচালকগণের কার্যাদির তদারকি ও তত্ত্বাবধান;
- এজেন্সির কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, ছুটি এবং প্রশাসনিক/শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- এজেন্সির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অবসর, অবসর সুবিধাদি সংক্রান্ত আদেশ জারি;
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অধীনস্ত কর্মকর্তাগণের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন স্বাক্ষর/প্রতিস্বাক্ষর;
- পরিবহন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;
- এজেন্সির সম্পদ সঞ্চালন ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোনো দায়িত্ব পালন।

(ঙ) উপ-পরিচালক (অপারেশন)

- পরিচালক (অপারেশন)-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে দায়িত্ব পালন;
- নিয়ন্ত্রণাধীন সহকারী পরিচালকগণের কার্যাদির তদারকি ও তত্ত্বাবধান;
- এজেন্সির অপারেশনাল ও কারিগরি বিষয়াদি পরিচালনা;
- ভৌত, ইলেকট্রিক্যাল, টেলিকমিউনিকেশন, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- সরকারি পর্যায়ে ডিজিটাল নিরাপত্তায় সাপোর্ট সেবাদান;
- এজেন্সির মিশন ও ভিশনের আলোকে অপারেশন বিভাগের মিশন ও ভিশন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- হেল্ড-ডেস্ক অপারেশন পরিচালনা নিশ্চিতকরণ;
- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোনো দায়িত্ব পালন।

(চ) সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

- সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথি সংরক্ষণ;
- সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর কর্মবণ্টন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- এসিআর সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বদলী/পদায়ন/যোগদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির গঠন, সাংগঠনিক কাঠামো ও এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রণয়ন;
- জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কেন্দ্রীয় পত্রপ্রাপ্তি;
- অভ্যন্তরীণ সভা আয়োজন;
- কর্মচারীদের শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সমন্বয় সভার কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও রিপোর্ট প্রদান;
- মাসিক/পাক্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন।

(ছ) সহকারী পরিচালক (লজিস্টিক)

- ক্রয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিল পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- যানবাহন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ইন্টেরিয়র ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম;
- ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বই, ষ্টেশনারী ও অন্যান্য মালামাল ব্যবস্থাপনা;
- চিঠিপত্র প্রাপ্তি নিস্পত্তি।

(জ) সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

- প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনা;
- ডিপিপি ও টিপিপি বিষয়ে মতামত প্রদান;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সাথে সমন্বয় সাধন;
- পিপিপি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- এডিপি সমন্বয় সভা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রদান;
- বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- NIS সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- অভিযোগ নিস্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সাইবার নিরাপত্তা/ ডিজিটাল কনটেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- হেল্প-ডেস্ক সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মুজিববর্ষ উদযাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- জিআরএস এর মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত।

(ঝ) সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

- ই-নথি ও আইসিটি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- লাইব্রেরী ব্যবস্থাপনা;
- গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- এস ডি জি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত কার্যক্রম।

(ঞ) **সহকারী পরিচালক (বাজেট)**

- বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আপ্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- APA সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- পরিদর্শন ও পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মাস্ক পরিধান ও হাইজিন বিষয়ক কার্যক্রম।

(ট) **সহকারী পরিচালক (আইন বিধি ও পলিসি)**

- আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- পলিসি, গাইডলাইন, নীতিমালা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কৌশলপত্র ও SOP সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ এবং সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ওয়েবসাইটে তথ্য হালনাগাদকরণ।

(ঠ) **সহকারী পরিচালক (আইটি অডিট)**

- সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের স্ট্রাটেজিক প্ল্যান অনুধাবন;
- আইটি সার্ভিস সাপোর্ট মডেল তৈরিতে সহায়তা;
- সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় এপ্লিকেশন ইন্সটল/ডেভেলপমেন্ট সহায়তা প্রদান;
- বড় ধরনের প্রকল্পে আইটি অডিট সংক্রান্ত সহায়তা;
- আইটি ঝুঁকি সম্পর্কে তথ্য ও উপাত্ত ধারণা প্রদান;
- অডিট এবং ফ্রিকুয়েন্সি সম্পর্কে ধারণা প্রদান;
- আইটি সাপোর্ট যন্ত্রপাতির পারদর্শিতা মূল্যায়ন ও বাজারদর নির্ধারণ;
- বিভিন্ন আইটি সাপোর্ট পরিকল্পনা-গুলোর বৈধতা যাচাই;
- CII সমূহের আইটি অডিট প্রতিবেদন সংগ্রহ, পর্যালোচনা।

(ড) **সহকারী পরিচালক (সাইবার নিরাপত্তা)**

- প্রচার ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ডিএসএ'র বিধিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত;
- ডিজিটাল টাস্কফোর্স সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সাইবার ক্রাইম ডিটেক্ট ও প্রটেকশনে সহায়তা করা;
- কম্পিউটার সিকিউরিটি ও কম্পিউটার ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।

(ঢ) **সহকারী পরিচালক (ফরেনসিক ল্যাব)**

- ফরেনসিক ল্যাব সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম;
- আইন, বিধিমালা ও গাইডলাইন অনুযায়ী ল্যাবের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ল্যাবের হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির সঠিক কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান;
- ফরেনসিক ল্যাবের উপযোগী হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার গুণগত মান নিশ্চিত এবং ব্যবহারের সুপারিশকরণ;
- ডিজিটাল ডিভাইসসমূহের ফরেনসিক কার্যক্রম;
- ফরেনসিক নমুনা ও আলামত সংগ্রহ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ফরেনসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত কার্যক্রম।

(ণ) **সহকারী পরিচালক (মনিটরিং এন্ড ইভাল্যুয়েশন)**

- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো ও ফরেনসিক ল্যাবসমূহের কার্যক্রম মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- মনিটরিং প্রতিবেদন তৈরি;
- বিভিন্ন ডিভাইসের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন;
- আইটি অডিট, সাইবার নিরাপত্তা ও ফরেনসিক ল্যাবের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাজের সমন্বয় সাধন করা।

৩. ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন, বিধি-বিধান, স্ট্র্যাটেজি ইত্যাদি

২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নোক্ত আইন, বিধি-বিধান, স্ট্র্যাটেজি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে–

(ক) **ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা-২০২০:** ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ধারা-৬০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি'র দায়িত্ব, কার্যাবলি, ক্ষমতা এই বিধিমালায় উল্লেখিত রয়েছে।

(খ) **ডাটা প্রটেকশন এ্যাক্ট (খসড়া):** ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সরকারি তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে " ডাটা প্রটেকশন এন্ড প্রাইভেসি অ্যাক্ট" (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে।

(গ) **ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব পরিচালনা সংক্রান্ত গাইডলাইন (খসড়া):** ডিজিটাল ফরেন্সিক ল্যাব স্থাপন, পরিচালনা এবং ব্যবহার সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নে "ডিজিটাল ফরেন্সিক ল্যাব গাইডলাইন (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে।

(ঘ) **ক্লাউড কম্পিউটিং নীতিমালা (খসড়া):** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির টেকসই অগ্রগতি ও এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি হিসেবে ক্লাউড পরিসেবা গ্রহণে সরকারি ও সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করতে ক্লাউড কম্পিউটিং নীতিমালা (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে।

(ঙ) **গুরুত্বপুর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Crfitical Information Infrastructure) নিরাপত্তা 'সংক্রান্ত গাইডলাইন (প্রথম সংস্করণ):** গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোসমূহের ডিজিটাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুরক্ষার জন্য অনুসরণীয় গাইডলাইন হিসেবে "গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর ডিজিটাল নিরাপত্তা সুরক্ষা গাইডলাইন, ২০২১" (প্রথম সংস্করণ) প্রণয়ন করা হয়েছে।

(চ) **সাইবার সিকিউরিটি ষ্ট্র্যাটেজি ২০২১-২৫ (খসড়া):** ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত সাইবার সিকিউরিটি সংক্রান্ত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ করার লক্ষ্যে সাইবার সিকিউরিটি ষ্ট্র্যাটেজি ২০২১-২৫ (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, ফলাফলধর্মী কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান এবং কর্মপ্রীতি বা কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের লক্ষ্যে সরকার ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রবর্তন করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে নবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে এজেন্সি'র কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২৬ জুলাই ২০২০ তারিখ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(ক) ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির কৌশলগত উদ্দেশ্য

ক্রমিক	উদ্দেশ্য	গৃহীত কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক
১	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি'র অবকাঠামো সৃজন ও উন্নয়ন	৫ টি	৫ টি
২	ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবা প্রদানের পরিকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি ও সেবা প্রদান	৬ টি	৬ টি
৩	ডিজিটাল নিরাপত্তায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি	৫ টি	৫ টি

(খ) আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য

ক্রমিক	উদ্দেশ্য	গৃহীত কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক
১	দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	৫ টি	৬ টি
২	কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৬ টি	৬ টি
৩	আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৫ টি	৫ টি

৪.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি ২০২০-২১ অর্থবছরে চূড়ান্ত মূল্যায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। উক্ত মূল্যায়নে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি ৯৬.৫৮ নম্বর পেয়েছে। উল্লেখ্য, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি একটি নবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রথম বারের মতো বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে।

ক্র. নং.	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
১	গুরুত্বপুর্ণ তথ্য পরিকাঠামো Critical Information Infrastructure এর আইটি অডিট সম্পন্নকরণ	২	৩	২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ০৩ টি আইটি অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে।
২	গুরুত্বপুর্ণ তথ্য পরিকাঠামো Critical Information Infrastructure পরিদর্শন	৪	৪	২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ০৪ টি সিআইআই (CII) পরিদর্শন করা হয়েছে।
৩	সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা, দক্ষতা ও বৃদ্ধি সংক্রান্ত অনলাইন প্রশিক্ষণ পরিচালনা	৫০০০	৭২১১	সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত অনলাইন প্রশিক্ষণ 'মুক্তপাঠ' অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়েছে এবং ৭২১১ জন প্রশিক্ষণার্থী এই কোর্সটি সম্পন্ন করেছেন।
৪	সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন	৫	৮	সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক ৮টি সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০২০-২০২১ সালের কর্মপরিকল্পনা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রণীত ছকে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সুপারিশক্রমে ২০২০-২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো বাস্তবায়ন করা হয়। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এ এজেন্সির নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নৈতিকতা কমিটির ৮টি সভা ও অংশীজনের অংশগ্রহণে ২টি সভা/সেমিনার আয়োজন করা হয়। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এজেন্সির কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭' অনুযায়ী শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে এজেন্সির ১ জন কর্মকর্তাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসেবে উক্ত কর্মকর্তাকে সনদপত্র প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মকর্তা হলেন:

- জনাব মোছাঃ ফারজানা খান তমা, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

৫.১. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

ক্রম	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	৪	৪
২	২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা	২	২
৩	২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩৬	৪৩
৪	২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩৬	৪৩
৫	৩.১ ডাটা প্রোটেকশন এন্ড প্রাইভেসি আইন (খসড়া)	২৫/০৬/২০২১	১৭/১১/২০২০
৬	৩.২ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (CII) গাইডলাইন (খসড়া)	২০/০৬/২০২১	২০/০৬/২০২১
৭	৩.৩ ক্লাউড কম্পিউটিং বিধিমালা (খসড়া)	১৫/০৬/২০২১	১২/০৬/২০২১
৮	৬.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ	২	২
৯	৭.২ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পাদন	৪০%	৬০%
১০	৮.১ স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	৩০/০৯/২০২০	১৮/০৮/২০২০
১১	৮.৬ প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানি আয়োজন	২	২
১২	৯.১ সময়মতো অফিসে আসবো, সময়ের চেয়ে বেশি কাজ করবো	১২	১২
১৩	৯.২ ক্লিন ডেস্ক পলিসি বাস্তবায়ন মনিটরিং/পরিবীক্ষণ	৪	৪
১৪	৯.৩ ইনফরমেশন কিয়স্ক স্থাপন	৩১/১২/২০২০	৩১/১২/২০২০
১৫	৯.৪ এজেন্সির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ডিজিটাল হাইজিন নিশ্চিত করা	১০০%	১০০%
১৬	৯.৫ এসএমএস মাস্কিং সার্ভিসের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ	২০/১২/২০২০	১৮/০৮/২০২০
১৭	দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	১০/০৮/২০২০	১০/০৮/২০২০

৬. উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রম

বর্তমান সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সেবামুখী জনপ্রশাসন বিনির্মাণে বদ্ধপরিকর। কাঙ্খিত মানের সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনপ্রত্যাশা পূরণ তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠা বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন অনুশীলনে, সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এরই অংশ হিসেবে ২০২০-২১ অর্থবছরে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় ৩৩ (তেত্রিশ) টি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ০৫ টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার মূল্যায়নে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি ২য় স্থান অর্জন করে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মকপরিকল্পনা ২০২০-২১ এ ১৫টি উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক	উদ্দেশ্য	গৃহীত কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	৪ টি	৪ টি
২	ইনোভেশন টিমের সভা	২ টি	২ টি
৩	উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর- ৩২৫৭১০৫) বরাদ্দ	৩ লক্ষ	৩ লক্ষ
৪	সক্ষমতা বৃদ্ধি	৩ টি	৩ টি
৫	স্বীয় দপ্তরের সেবায় সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/উদ্যোগে আহবান, যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত কার্যক্রম	১ টি	১ টি
৬	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	২ টি	২ টি
৭	উদ্ভাবনী প্রদর্শনী (শোকেসিং)	১ টি	১ টি
৮	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	১ টি	১ টি
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	২ টি	২ টি
১০	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করণ	৩ টি	৩ টি
১১	ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	১ টি	১ টি
১২	সেবা সহজিকরণ	২ টি	২ টি
১৩	পরিবীক্ষণ	৩ টি	৩ টি
১৪	ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা	২ টি	২ টি
১৫	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	৪ টি	৪ টি

৬.১. ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি কর্তৃক উদ্ভাবিত "শুদ্ধাচার কৌশল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এনআইএসএমএস)" সফটওয়্যার

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি দপ্তরকে তাদের কর্মকর্তাদের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে রিপোর্ট প্রদান করতে হয়। বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে এনআইএস কার্যক্রম যথা মনিটরিং এবং রিপোর্টিং করা খুবই কষ্টসাধ্য। সেজন্য একটি সহজ মাধ্যম প্রয়োজন যে মাধ্যম দ্বারা খুব সহজেই এ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। এ বাস্তবতায় ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি'র শুদ্ধাচার কর্মকৌশল যথাযথ মনিটরিং এবং যাচাই বাছাই করার লক্ষ্যে NIS MS তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে একটি প্রোটোটাইপ তৈরি করা হয়েছে।

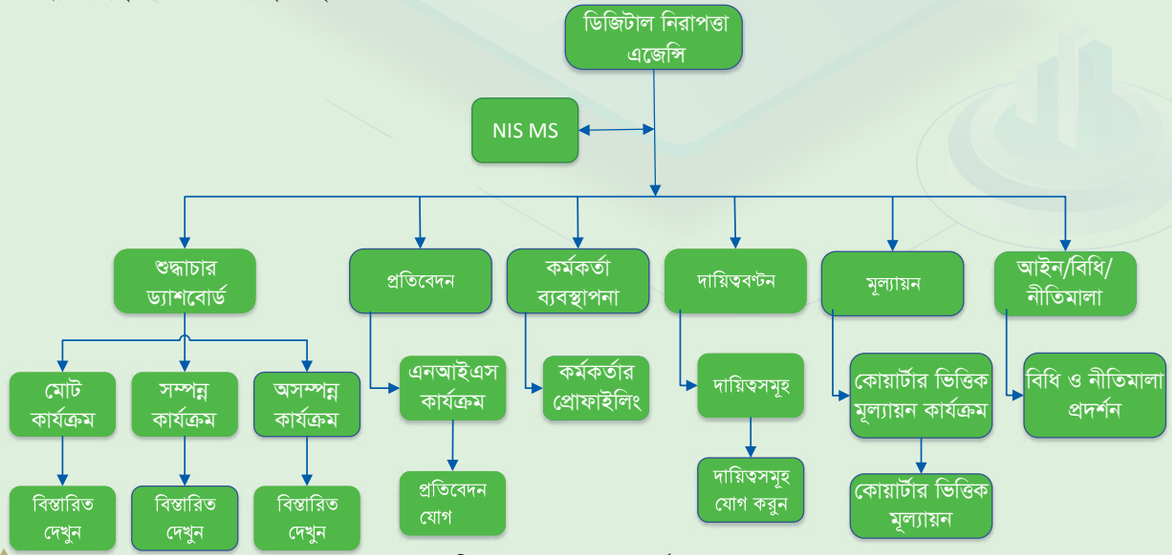

চিত্র: NIS MS এর ওয়ার্ক ফ্লো

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (NIS MS)-এর কার্যক্রমসমূহ:

- শুদ্ধাচার ড্যাশবোর্ড এর মাধ্যমে মোট কার্যক্রম, ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সম্পন্ন ও অসম্পন্ন কার্যক্রমের তালিকা দেখা যাবে। প্রয়োজনে অসম্পন্ন কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে এসএমএস/মেইলের মাধ্যমে এলার্ট বার্তা প্রেরণ করা;
- প্রতিবেদন এর মাধ্যমে প্রতিবছরের এনআইএস ইনপুট দেয়া যাবে এছাড়াও প্রয়োজনে সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা;
- কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মকর্তাদের প্রোফাইল তৈরি করা;
- দায়িত্ব বন্টন এর মাধ্যমে দায়িত্ব যুক্তকরণ ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদন করা;
- মূল্যায়ন বাটনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা;
- আইন/নীতি/বিধিমালা বাটনের দ্বারা এনআইএস সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন/নীতি/বিধিমালা দেখা যাবে।

সর্বোপরি এই ইনোভেশন ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি'র কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

চিত্র: NIS MS এর গ্রাফিকাল ধারণা

চিত্র: NIS MS ড্যাশবোর্ড

৬.২. ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির সেবা সহজিকরণ: 'ম্যাসেঞ্জার বট'

'ম্যাসেঞ্জার বট' এর মাধ্যমে প্রাথমিক প্রযুক্তিগত সহায়তা ও আইনি পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি কর্তৃক সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি হেল্পডেস্ক চালু করা রয়েছে। চালুকৃত হেল্পডেস্ক এ ৩৩৩ এর মাধ্যমে ফোন করে বা সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে বা পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে ভিক্টিমদের প্রাথমিক প্রযুক্তিগত সহায়তা ও আইনি পরামর্শ প্রদান করা হয়। পূর্বে সেবাটি সম্পূর্ণরূপে প্রদানে প্রায় ৫ দিন সময় প্রয়োজন হয়। উক্ত সেবা সহজিকরণ করা হয়েছে। সহজিকরণের নতুন প্রসেস ম্যাপ অনুযায়ী সেবা প্রদানে সেবা গ্রহিতার সময়, খরচ ও যাতায়াত হ্রাস হয়েছে (প্রসেস ম্যাপ সংযুক্ত)। উক্ত সেবা ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির ওয়েবসাইট হতে "ম্যাসেঞ্জার বট" এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।

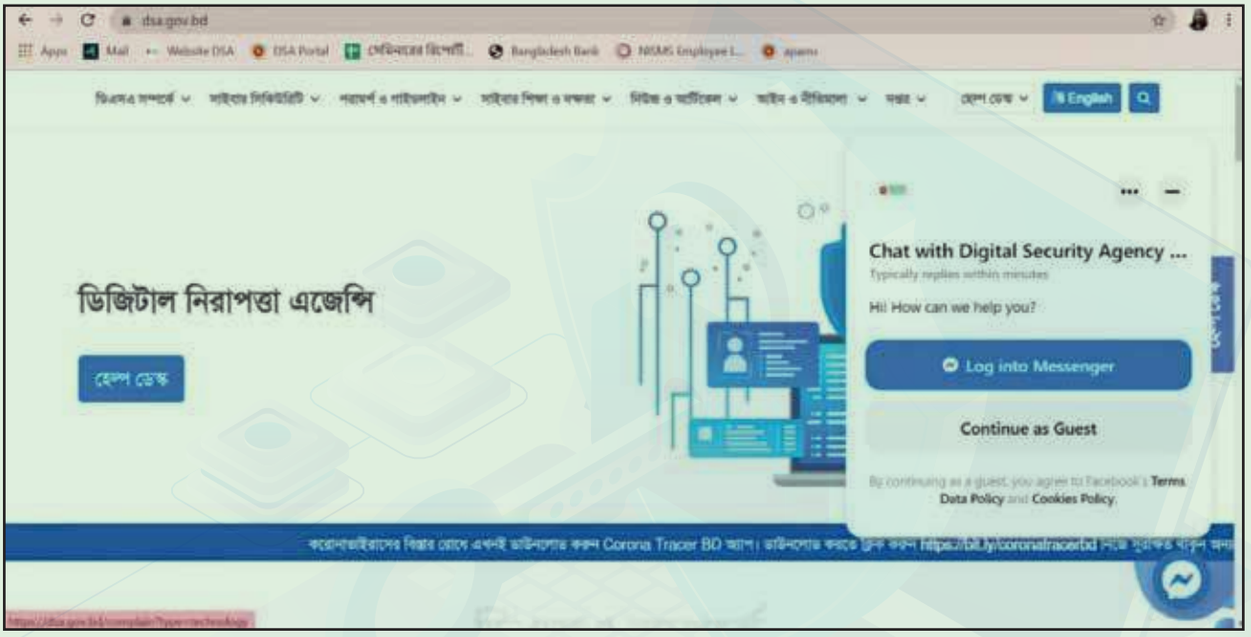

চিত্র: ম্যাসেঞ্জার বট

৬.৩. ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির সেবা ডিজিটাইজেশন: ইনফরমেশন কিয়স্ক স্থাপন

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির রিসিপশন এলাকায় দর্শনার্থীদের তথ্য প্রদানের জন্য কার্যালয়ের রিসিপশনে একটি ইনফরমেশন কিয়স্ক স্থাপন করা হয়েছে। এই ইনফরমেশন কিয়স্কের মাধ্যমে বিভিন্ন সাইবার সচেতনতামূলক কনটেন্ট প্রচার করা হয় এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি'র সিটিজেন'স চার্টার সেবাগ্রহীতাদের নিকট প্রদর্শন করা হয়।

ছবি: ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির রিসিপশনে স্থাপিত ইনফরমেশন কিয়স্ক

৭. বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (পরিচালন ও উন্নয়ন)

পরিচালন বাজেট: ২০২০-২১ অর্থবছরে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির পরিচালন বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়:

বাজেটের ধরণ	বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	ব্যয়
পরিচালন	৫৪১.০৫ লক্ষ	৫০৭.০৫ লক্ষ	৪০০.৬৭ লক্ষ

উন্নয়ন বাজেট: ২০২০-২১ অর্থবছরে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়:

বাজেটের ধরণ	বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	ব্যয়
উন্নয়ন	৯১.০ লক্ষ	৯১.০ লক্ষ	৮৯.৮৭ লক্ষ

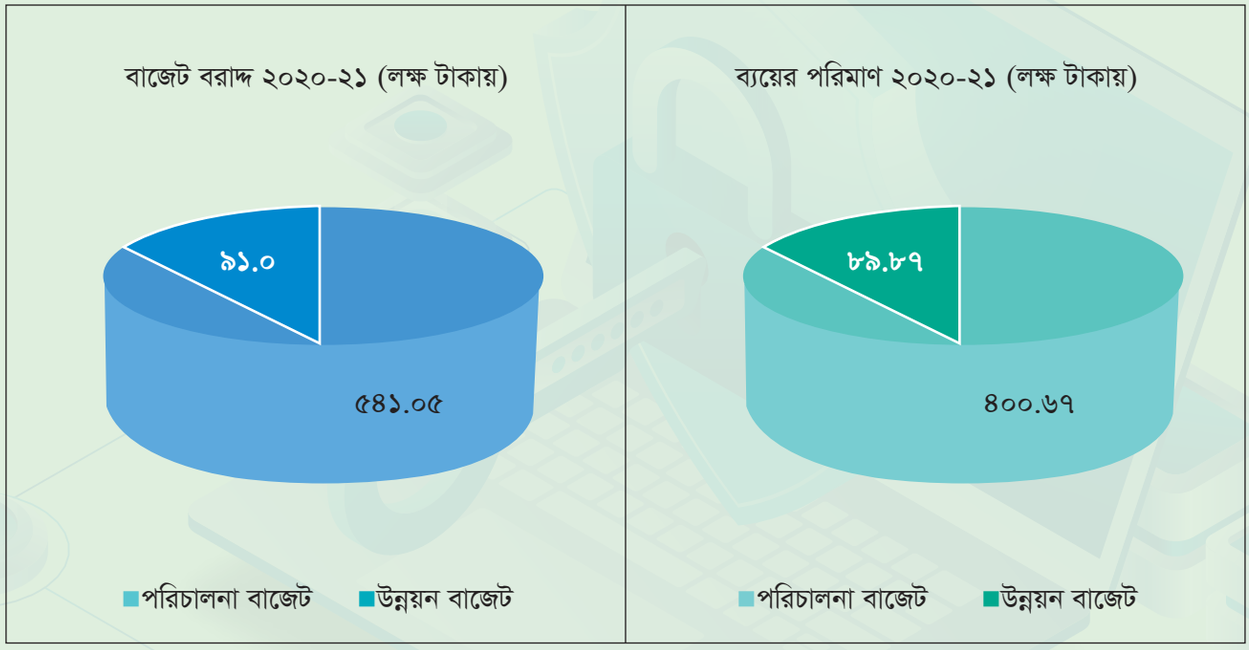

চিত্র: ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট ও ব্যয়

৮. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম

২০২০-২১ অর্থবছরে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির অডিট আপত্তির স্থিতি ছিল ২টি, যার মধ্যে নিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১টি এবং অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১টি। অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ এজেন্সির অডিট আপত্তির বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রম	মন্ত্রনালয়/বিভাগ/সংস্থা/এজেন্সি	মোট অডিট আপত্তি		নিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		
		আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	আপত্তির সংখ্যা (লক্ষ টাকায়)	টাকার পরিমাণ	আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	আপত্তির সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি	২	৪.৫৫	১	০	১	৪.৫৫	সাধারণ

৯. ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন

সরকারি কাজের গতি বাড়াতে ২০১৬ সাল থেকে ই-নথি কার্যক্রম শুরু হয়। সরকারি কাজের সেবাকে ডিজিটাল করতেই ই-নথির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে ই-নথি অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। ই-নথিকে বলা হচ্ছে কাগজহীন সরকারি দপ্তর। এর মাধ্যমে সরকারি কাজের গতি ও স্বচ্ছতা বেড়েছে। এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে দাপ্তরিক কাজে কমে আসছে দুর্নীতি ও সময়ক্ষেপণের সুযোগ। ই-নথির মাধ্যমে সরকারি কাজে জবাবদিহি বাড়ছে। ই-নথির এসকল বৈশিষ্টের কারণে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি'র কার্যক্রমে সেবার স্বচ্ছতা ও সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি হতে ১২৯৮টি নথি ই-নথির মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং ৭৩৭টি পত্র ই-নথির মাধ্যমে জারি করা হয়েছে।

১০. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও অভিযোগ নিস্পত্তি

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ২০২০-২১ অর্থবছরে হালনাগাদ করা হয়েছে। এতে ৩টি নাগরিক সেবা, ১৬টি দাপ্তরিক সেবা ও ৭টি অভ্যন্তরীণ সেবা যুক্ত করা হয়েছে। সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্টির ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার অভিযোগ নিস্পত্তির জন্য অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) এবং আপিল কর্মকর্তা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১১. ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির সাম্প্রতিক গৃহীত কার্যক্রম

১১.১. সাইবার নিরাপত্তা ও বুলিং বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম

- **প্রশিক্ষণ/সেমিনার:** বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, মাঠপর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে সাইবার সচেতনতামূলক ১০ (দশ) টি সেমিনার ও প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

চিত্র: ভুয়া তথ্য ছড়ানো রোধে 'আসল চিনি' কর্মসূচি উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি।

- **আসল চিনিঃ** তথ্যের সত্যতা যাচাই, গুজব প্রতিহত করা, অনলাইনের নিরাপদ ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা ইত্যাদি তৈরিতে BCC এর LICT প্রকল্পের সাথে যৌথভাবে 'আসল চিনি' ক্যাম্পেইন এর আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে প্রায় ৫০ লক্ষাধিক জনগণকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
- **মুক্তপাঠঃ** ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে সাধারণ জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে মুক্তপাঠে ডিজিটাল নিরাপত্তা অনলাইন কোর্স চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৬০ হাজার শিক্ষার্থী নিবন্ধন করেছে এবং প্রায় ৩০ হাজার প্রশিক্ষণার্থী কোর্সটি সম্পন্ন করেছে।

১১.২. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

- ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি এবং কম্বোডিয়া এর মধ্যে Cooperation in the Area of National Cyber Security বিষয়ক সমঝোতা স্মারক সম্পাদিত হয়।

১১.৩. অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে কর্মরত কর্মকর্তাগণের জন্য সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ২০০ (দুইশত) জন কর্মকর্তা উক্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি কর্তৃক ডিজিটাল ডিভাইস এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতনতামূলক সহায়িকা "ডিজিটাল হাইজিন" প্রণয়ন করা হয়েছে;
- সাইবার নিরাপত্তায় জনগণকে প্রাথমিক পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নভেম্বর ২০২০ হতে সরকারি তথ্য সেবা ৩৩৩ এর মাধ্যমে ৫ আসন বিশিষ্ট একটি হেল্প-ডেস্ক/কল সেন্টার চালু করা হয়েছে;
- ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ সালের মহান বিজয় দিবসে "জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন" শীর্ষক ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করা হয়;
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত নিয়মিত সতর্কীকরণ এবং PCI-DSS, ISO27000 সহ বিভিন্ন সনদ অর্জনে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

১১.৪. ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির হেল্পলাইন (কল সেন্টার ৩৩৩ ও ১০৪) কার্যক্রম

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য একটি নিরাপদ সাইবার স্পেস এবং ডিজিটাল জীবনযাত্রাকে সুরক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ সাইবার স্পেস প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্য নিয়ে সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে নাগরিকের সাইবার নিরাপত্তার পাশাপাশি ডিজিটাল এবং সোশ্যাল মিডিয়া নিরাপত্তা বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি হেল্প লাইন চালু করা হয়েছে। নাগরিকগণ ৩৩৩ এবং ১০৪ নম্বরে কল করার মাধ্যমে উক্ত সেবা গ্রহণ করতে পারেন। হেল্পলাইনের মাধ্যমে নাগরিককে সাইবার নিরাপত্তা এর পাশাপাশি ডিজিটাল এবং সোশ্যাল মিডিয়া নিরাপত্তা বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। এই কল সেন্টার নাগরিকের জন্য সপ্তাহে ৭দিন ২৪ ঘণ্টা সহজ ও দ্রুততম সেবা নিশ্চিত করছে। কল সেন্টারে জুন ২০২১ পর্যন্ত ৩,৬৬,০১১ নাগরিককে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত কল সেন্টার

১২. বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১২.১. ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক জরিপ প্রকল্প

১২.১.১. প্রকল্প পরিচিতি:

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অধীন বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর-এ মোট ১৪.৩৩ একর জমি বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত জমিতে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে এই প্রকল্প গৃহীত হয়।

নাম	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক জরিপ প্রকল্প	
মেয়াদ	০১ জানুয়ারি ২০২০ - ৩০ জুন ২০২১	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	৩৪০.৪৬ (লক্ষ টাকায়)

১২.১.২. প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- ডিজিটাল সিকিউরিটি কমপ্লেক্স স্থাপনে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত।

১২.১.৩. উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- টপোগ্রাফিক;
- সাব সারফেস ইনভেস্টিগেশন;
- এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ইম্পেক্ট এসেসমেন্ট;
- ট্রাফিক ইম্পেক্ট এসেসমেন্ট;
- আর্কিটেকচারাল মাস্টার প্ল্যান;
- স্ট্রাকচারাল এন্ড জিওটেকনিক্যাল সম্ভাব্যতা সমীক্ষা;
- মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল এবং প্লাম্বিং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও প্রাক্কলন;
- আইটি এসপেক্ট, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এবং বিওকিউ প্রণয়ন;
- আর্থিক এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা;
- সাইবার নিরাপত্তা, ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, ন্যাশনাল সার্ট, সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার, ডিজিটাল হাইজিন, সাইবার সিকিউরিটি থ্রেট প্রটেকশন ইত্যাদি বিষয়ে সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন।
- আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৭৬% এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%।

চিত্র: ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভূমি লিজ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

১২.২. প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১২.২.১. প্রকল্পের নাম: "জাতীয় পর্যায়ে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাইবার সিকিউরিটি হেল্পলাইন স্থাপন প্রকল্প"

(ক) প্রকল্প পরিচিতি:

নাম	জাতীয় পর্যায়ে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাইবার সিকিউরিটি হেল্পলাইন স্থাপন প্রকল্প	
মেয়াদ	০১ মার্চ ২০২১ - ৩০ জুন ২০২৪	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	৪৯৮১.০৯ (লক্ষ টাকায়)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির শর্ট কোড ভিত্তিক জাতীয় হেল্পলাইনের অবকাঠামো নির্মাণ করা;
- জনগণের জন্য একটি পোর্টাল নির্মাণের মাধ্যমে সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কিত সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং সেল্ফ রিপোর্টিং টুলের দ্বারা ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সাইবার সিকিউরিটি সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের সুযোগ তৈরি করা;
- দ্রুততম সময়ে সাইবার সিকিউরিটি সংক্রান্ত সেবা প্রদান;
- একটি ২০ আসন বিশিষ্ট কল সেন্টার স্থাপন করা;
- উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কেইস ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালনা করা ও আগাম প্রতিবেদন তৈরি করা;
- জনসচেতনামূলক প্রচারণার মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণকে ডিজিটাল সিকিউরিটি হেল্পলাইন সম্পর্কে অবহিত করা এবং এই সেবার আওতায় নিয়ে আসা;
- সকল কেইস এর তথ্যসমূহ নিয়মানুগভাবে সংরক্ষণ করা এবং যে কোন প্রয়োজনে তা ব্যবহারের ব্যবস্থা সম্বলিত কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার তৈরি করা;
- ডিজিটাল সিকিউরিটি হেল্পলাইন কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসইকরণে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা।

(গ) ফলাফল (Output):

- ২০ সিটের একটি কল সেন্টার বা হেল্পডেস্ক স্থাপিত হবে;
- দ্রুততম সময়ে সাইবার সিকিউরিটি সংক্রান্ত সেবা প্রদান এবং এই সেবা প্রদানের প্রতিক্রিয়ার সময় নির্ণয় করা যাবে;
- হেল্পডেস্ক এজেন্ট ও জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সাইবার সচেতনতা বিষয়ক সংখ্যক কনটেন্ট ডেভলপ করা হবে;
- সাইবার সিকিউরিটি হেল্পলাইনের জন্য একটি কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডেভলপ করা হবে;
- সার্ভিসকে নিরবচ্ছিন্ন রাখতে একটি ওয়েবসাইট ও একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরী করা হবে;
- সমগ্র বাংলাদেশের জন্য সাইবার সিকিউরিটি হেল্পডেস্কের রূপরেখা নির্ধারণ করা যাবে;
- জনগণকে সাইবার নিরাপত্তা সেবা সম্পর্কে অবহিত করা যাবে এবং এই সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টি করা যাবে;
- সাইবার নিরাপত্তা সেবা কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসইকরণে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হবে।

১২.২.২. প্রকল্পের নাম: "দেশের শিশু কিশোরসহ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ইন্টারনেট নিশ্চিতকরণ" শীর্ষক প্রকল্প

(ক) প্রকল্পর পরিচিতি:

নাম	"দেশের শিশু কিশোরসহ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ইন্টারনেট নিশ্চিতকরণ শীর্ষক প্রকল্প"	
মেয়াদ	জানুয়ারি ২০২২ -ডিসেম্বর ২০২৩	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	৪৭২৫.৬৭ (লক্ষ টাকায়)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- মাধ্যমিক পর্যায়ের ১১ (এগারো) থেকে ১৭ (সতের) বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহার নিশ্চিত করা এ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য।

(ঘ) ফলাফল (Output)

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাইবার আগ্রাসন ও ঝুঁকি সম্পর্কে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সচেতনতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে;
- সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের সাইবার অপরাধের শিকার হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করা হবে;
- প্রকল্পের কার্যক্রমে অভিভাবকসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজনদের সম্পৃক্ত করা যাবে;
- শিশু-কিশোরদের সাইবার অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়া এবং সাইবার অপরাধের শিকার হওয়ার সংখ্যা হ্রাস করা সম্ভব হবে;
- দেশের ৬৪টি জেলার প্রতিটি উপজেলায় স্কুল পর্যায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের শিশু-কিশোরদের ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহার ও সাইবার অপরাধে জড়ানো থেকে দূরে রাখা সম্ভব হবে।

১৩. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশাসনিক দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে:

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের নাম	মেয়াদ	অংশগ্রহণকারী	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা
১।	**ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ: ০৭ টি** • চাকরি সংক্রান্ত বিধি-বিধানসমূহ • সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ • সোশ্যাল মিডিয়া বুস্টিং সংক্রান্ত কনটেন্ট প্রস্তুত • সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট • বাংলাদেশ সংবিধান ১ম ও ২য় অনুচ্ছেদ, CII গাইডলাইন (খসড়া), • Subnet Calculation for Network Design, Study of Information Security Manual • প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়	০২ দিন	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ	৫৬ জন
২।	ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ ও এ সংক্রান্ত বিধিবিধান, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির কার্যক্রম ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা মূলক ০৩ টি প্রশিক্ষণ।	০১ দিন	আইসিটি বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারী	১৪৩ জন
৩।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা (NIS) বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ: ০৮ টি	০২ দিন	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ	৬৪ জন

চিত্র: অনলাইন প্রশিক্ষণে বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

চিত্র: মাঠ প্রশাসনের কর্মরত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন

১৪. ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির কার্যক্রম

‘মুজিববর্ষ’ তথা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ১০০+ স্ট্র্যাটেজি ঘোষণা করে। এর আওতায় ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভাগ, স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ নেয়। ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নলিখিত সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

ক্রম	সেমিনারের বিষয়বস্তু	সেমিনারের তারিখ	মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে “ডিজিটাল বাংলাদেশে সাইবার সচেতনতা” বিষয়ক অনলাইন সেমিনার	১০ অক্টোবর ২০২০	ড. সালেকুল ইসলাম, প্রফেসর এবং হেড, সিএসই বিভাগ, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	১০০ জন
২	জেলা ও উপজেলায় আইসিটি অধিদপ্তরে কর্মরত প্রোগ্রামার ও সহকারী প্রোগ্রামারদের অংশগ্রহণে “ডিজিটাল বাংলাদেশে সাইবার সচেতনতা” বিষয়ক অনলাইন সেমিনার	১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০	জনাব মোঃ রেজাউল করিম এনডিসি, মহাপরিচালক, ডিএসএ	৫০০ জন
৩	বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ পাবলিক কলেজের একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীর অংশগ্রহণে “Safe Internet Habits & Protecting : he Misinformation” বিষয়ক অনলাইন সেমিনার	১৪ নভেম্বর ২০২০	ড. মোঃ সোহরাব হোসেন অধ্যাপক, সিএসই বিভাগ, বুয়েট	১০০০ জন
৪	আইসিটি বিভাগ ও এর দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে “Security Awareness: Cyber Laws and Web Vulnerability Managemenঃ” শীর্ষক অনলাইন সেমিনার	১৮ নভেম্বর ২০২০	ড. মোঃ সোহরাব হোসেন অধ্যাপক, সিএসই বিভাগ, বুয়েট	৫০ জন
৫	আপা প্রজেক্ট (২য় পর্যায়) এ কর্মরত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে “সাইবার সচেতনতা, ডিজিটাল হাইজিন, সাইবার বুলিং ও এ সম্পর্কিত আইন”	২৫ জানুয়ারি ২০২১	জনাব মোঃ রেজাউল করিম এনডিসি, মহাপরিচালক, ডিএসএ	১০০০ জন
৬	মাঠ প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে “Security Awareness: Cyber Laws and Web Vulnerability Management” শীর্ষক অনলাইন সেমিনার	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১	ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, সিএসই বিভাগ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১০০০ জন
৭	ইডেন মহিলা কলেজের ছাত্রীদের অংশগ্রহণে “Security Awareness: Cyber Laws & DigitalHygiene” শীর্ষক অনলাইন সেমিনার	১১ মার্চ ২০২১	জনাব মোঃ রেজাউল করিম এনডিসি, মহাপরিচালক, ডিএসএ	৫০০ জন
৮	বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে “ডিজিটাল বাংলাদেশে সাইবার সচেতনতা” বিষয়ক অনলাইন সেমিনার	২৯ মে ২০২১	জনাব ড. সালেকুল ইসলাম, প্রফেসর এবং হেড, সিএসই বিভাগ, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	১০০ জন

চিত্র: NCERT (BGD e-GOV CIRT) আয়োজিত "কোর ব্যাংকিং সল্যুশন অডিট টেকনিক্স" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

১৭. উপসংহার

দেশের সাইবার স্পেস নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি যে সব কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা শুধুমাত্র এ প্রতিবেদনে সীমাবদ্ধ নয়। এ লক্ষ্যে এজেন্সি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে– যা বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে/বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থার পাশাপাশি অংশীজনের সহযোগিতা প্রয়োজন। এজেন্সির পূর্ণাঙ্গ জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনক্রমে জনবল নিয়োগ ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড়ে তোলা হলে পুরোদমে কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর অর্জনসমূহকে টেকসই করার মাধ্যমে গড়ে তোলা হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' – একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে

প্রাতিষ্ঠানিক ডিজিটাল নিরাপত্তা

করণীয় Do's

- ✓ ইউজার একাউন্টের মাধ্যমে ডিজিটাল ডিভাইস লগ-ইন করা;
- ✓ সবসময় লাইসেন্সকৃত অপারেটিং সিস্টেম এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ব্যবহার করা;
- ✓ অপারেটিং সিস্টেম ও সফটওয়্যার সবসময় আপডেট রাখা;
- ✓ প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্কে অননুমোদিত ব্যক্তির ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা;
- ✓ এক্সটার্নাল ডিভাইস (পেনড্রাইভ, হার্ডড্রাইভ, মেমোরি কার্ড ইত্যাদি) ভাইরাস স্ক্যান করে ব্যবহার করা;
- ✓ ডেস্ক পরিত্যাগ করার সময় কম্পিউটার/ল্যাপটপের স্ক্রীন লক করা;
- ✓ কাজ শেষে ইউজার একাউন্ট লগ-আউট করা।

বর্জনীয় Dont's

- × অননুমোদিতভাবে ডিজিটাল ডিভাইডস ব্যবহার না করা;
- × অননুমোদিত সফটওয়্যার ইন্সটল/ডাউনলোড করা থেকে বিরত থাকা;
- × অস্বীকৃত এক্সটার্নাল ডিভাইস (পেনড্রাইভ, হার্ডড্রাইভ, মেমোরি কার্ড ইত্যাদি) ব্যবহার না করা;
- × অপ্রয়োজনে ওয়াই-ফাই, ব্লু-টুথ, হটস্পট চালু না রাখা;
- × অপ্রয়োজনে লোকেশন সার্ভিস চালু না রাখা;
- × দাপ্তরিক ই-মেইল ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার না করা।

ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে

ডিজিটাল ডিভাইস/সিস্টেমের সুরক্ষা

করণীয় Do's

- ✓ ডিজিটাল ডিভাইসসমূহ পাসওয়ার্ড/ফিঙ্গার প্রিন্ট/ফেস রিকগনিশন ইত্যাদির মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখা;
- ✓ শক্তিশালী পাসওয়ার্ড (বর্ণ, সংখ্যা, বিশেষ চিহ্ন কমপক্ষে ০৮টি) ব্যবহার করা;
- ✓ নিয়মিত নির্দিষ্ট সময় পর পর পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা;
- ✓ পাসওয়ার্ড সবসময় গোপন রাখা;
- ✓ প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য আলাদা আলাদা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা;
- ✓ ডিজিটাল ডিভাইসসমূহে অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার/অ্যান্টি-ভাই রাস ব্যবহার করা;
- ✓ প্রয়োজনীয় ডাটা নিয়মিত ব্যাক-আপ রাখা।

বর্জনীয় Dont's

- ✗ সহজে অনুমেয় (নাম, মোবাইল নম্বর, জন্ম তারিখ, ইত্যাদি) পাসওয়ার্ড ব্যবহার না করা;
- ✗ ছোট পাসওয়ার্ড (১, ২, ৩; abdc ইত্যাদি) ব্যবহার না করা;
- ✗ কারও সাথে পাসওয়ার্ড শেয়ার না করা;
- ✗ ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড (ওটিপি) কোড শেয়ার না করা;
- ✗ ওয়েব ব্রাউজারে পাসওয়ার্ড সেভ না করা;
- ✗ অনিরাপদ ভিপিএন ব্যবহার না করা।

ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে

ইন্টারনেটের নিরাপদ ব্যবহার

করণীয় Do's

- ✓ প্রতিষ্ঠানের অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন-সমূহে এসএসএল সার্টিফিকেট (https বা তালা চিহ্নিত) ব্যবহার করা;
- ✓ লগ-ইন অপশনসমূহে Two-Factor Authentication চালু রাখা;
- ✓ ইন্টারনেট ব্রাউজার এবং প্রয়োজনীয় প্লাগইনসমূহ নিয়মিত আপডেট রাখা;
- ✓ দাপ্তরিক কাজে দাপ্তরিক ই-মেইল আইডি ব্যবহার করা;
- ✓ অনলাইনে নিরাপদ লেনদেনের জন্যে এসএসএল সার্টিফিকেট (https বা তালা চিহ্নিত) যুক্ত সাইট ব্যবহার করা;
- ✓ অন্য কোন ব্যবহারকারীর ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইনকগনিটো/প্রাইভেট মোড (Incognito/Private mode) ব্যবহার করা যাতে করে কোন তথ্য ওয়েব ব্রাউজারে সংরক্ষিত না থাকে;
- ✓ ওয়েব ব্রাউজারের অটোফিল (Autofull) সুবিধা নিষ্ক্রিয় রাখা যাতে করে ওয়েব ব্রাউজারে ব্যবহারকারীর কোন তথ্য সংরক্ষিত না থাকে।

বর্জনীয় Dont's

- × সন্দেহজনক ই-মেইল থেকে প্রেরিত অ্যাটাচম্যান্ট (ফিশিং) না খোলা;
- × অনিরাপদ কোন লিংকে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকা;
- × নিশ্চিত না হয়ে অপরিচিত ই-মেইল ওপেন না করা;
- × ফাইল শেয়ারিং সাইট এবং টিরেন্টিং সাইটসমূহ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা;
- × অনিরাপদ/অপরিচিত সাইটে লেনদেন করা থেকে বিরত থাকা।